The Bangladesh Today
Date: 27-10-2014 Page 10, Col 1-5 Size: 40 Col*Inc

ICCB organizes Int. conference 'Global economy recovery: Asian perspective'

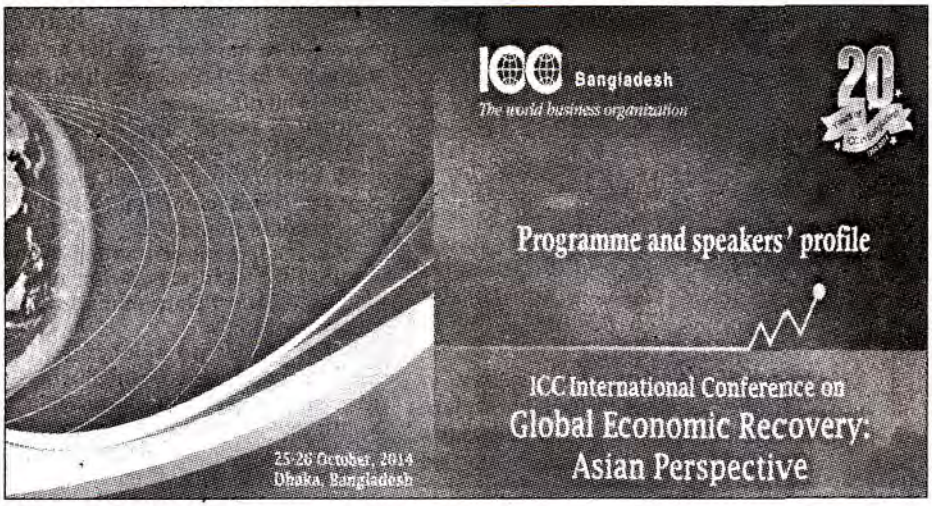

M.A.K. SHIBLEE :

DHAKA: International Chamber of Commerce of Bangladesh (ICCB) organized international conference on Global economy recovery: Asian perspective at Pan Pacific Sonargaon Hotel on Sunday morning that regional countries have the opportunities to speed up strong economy fundamental growth from the view of world economy.

President of the ICCB, Dr. Mahbubur Rahman, during the press conference said that the International Chamber of Commerce, of Bangladesh organizes international porgramme marks 20 years activities of the ICCB in Bangladesh. The Global trade bodies from Bangladesh and International side took part in conversation on this special International programme. The total programme were furnished in fourth session. Bangladesh Finance Minister Abul Mal Abdul Muhit inaugurated the second day of the the two-day celebration programme on Sunday morning.

Minister Tofail Ahmed M.P. was present as the chairman of the plenary session. Dr. Pwint Sen, Deputy Minister for Commerce, Myanmar, Sunil Bahadur Thapa, Commerce and Supplies Minister of Nepal, Bangladesh Bank (BB) Governor Dr Atiur Rahman, the Daily Star editor Mahfuz Anam, Country Manager of the International Finance Corporation (IFC) Kyle Kelhofer and ICC Secretary General John Danilovich participated at the discussion on the seminar's theme.

Business session one was chaired by Dr. A.B Mirza Md. Azizul Islam, Formar Advisor to the Caretaker Government of the Bangladesh. Dr Debapriya Bhattacharya, CPD Chairman, Dr A Atiq Rahman, Executive Director of Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS), Dr. Hossain Zillur Rahman, Former Adviser to the Caretaker Government, Dr. Saleuddin Ahmed, Formar Governor, Bangladesh Bank (Central Bank), Dr. Sultan Hafeez Rahman, ED, Brack Institute of Governance and development (BIGD) & Former Director General , Asian Development Bank and Aftabul Islam, Member, Executive Board , ICC Bangladesg & President American Chamber in bangladesh (AMCHAM) delivered their speech in the Business session one of the seminar.

Sunil Bahadur Thapa, Commerce and Supplies Minister of Nepal started the Business session two as the chairman. Speakers were Lyonpo Norbu Wangchuk, Minister of Economy Affairs of Bhutan,, Dr. Toufiq Ali, Chief Executive , Bangladesh International Arbitration Center , Taffere Tesfachew, Director of the Division of Africa, Least developed Countries and Special Programme, Dr. Zaidi Sattar, Chairman policy Research Institute of Bangladesh, Prof. Mustafizur Rahman, Executive Director, Centre for policy Dialogue (CPD). Business Session Second was end titled on Does the Bali outcome hold promise for the future?

Business Session three was started on promoting Investment in Asia. Binod K. Chudhury chaired the seminar. Dr. Pwint Sen, deputy Minister for Commerce, Myanmar, Johannes Zutt, World Bank Country Director for Bangladesh and Nepal, Dr. Ravi Ratnayake, Director, Trade & Investment Division, UNESCAP, Kihaq Sung, Chairman, Younggone Corporation, South Korea, Shanker prashad Poudel, Under Secretary Ministry of Commerce and Supplies, Nepal and Dr. Ahsan H. Mansur, Executive Director, Policy research Institute (PRI) of Bangladesh were speak on the third session.

Policymakers, economists and business leaders from across Asia attended the seminar to discuss on the effective strategies for expediting the regional growth prospect while fencing off the external variability and facing global challenges.

Focusing on driving the regional growth prospect and facing effectively the internal and external challenges, the Unctad Secretary-General said for better economy this region should develop a strong foundation based on creating sustainable job opportunity and reducing domestic and regional inequality.

Dr Debapriya Bhattacharya, CPD Chairman said Asia is better than other Countries of the world. He also added, recovery in economy is going slowly over the world, investment needs more and more to recover the economic down.

Dr. Ali Taskim, Department of Economics, DU told that economy and Politic must be separated for the growth of economy. Dr. Hossain Zillur Rahman, Former Adviser to the Caretaker Government, showed the role of example of the Vietnam when they have stable economic growth by 2005 to 2014. President of the Bangladesh Advocate Abdul Hamid inaugurated the first day of the two-day celebration on Saturday.

He said, Bangladesh growth will be up to the mark if we make sure political stability in our country. The programme was concluded with the press conference.

বণিক বার্তা
Date:27-10-2014 Page 16 Col 2-3 Size: 21 Col*Inc

দুইদিনের সংলাপ শেষে গতকাল আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আইসিসিবির সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সহসভাপতি লতিফুর রহমান ও নির্বাহী বোর্ডের সদস্য ব্যারিস্টার রফিকুল হক ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

আইসিসিবি সম্মেলন শেষে নেতারা

এশিয়াকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন আঞ্চলিক সহযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

এশিয়ার অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করবে আঞ্চলিক সহযোগিতা। তবে এ অঞ্চলের সামগ্রিক পুনরুদ্ধার নির্ভর করছে বিশ্বের বাকি দেশগুলোর ওপর। এশিয়াকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মৌলিক বিষয়ের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক বন্ধন, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও আর্থিক পদক্ষেপ। পাশাপাশি এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার অব্যাহত রাখতে চীন ও ভারতের চাহিদাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ দিকনির্দেশনা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি) বাংলাদেশ। সম্মেলন শেষে গতকাল এসব তথ্য জানান আইসিসি বাংলাদেশের নেতারা।

গতকাল সম্মেলন শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আইসিসি বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সহসভাপতি লতিফুর রহমান, নির্বাহী বোর্ডের সদস্য ব্যারিস্টার রফিকুল হক, মহাসচিব আতাউর রহমান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনের প্রধান সমন্বয়কারী আসিফ ইব্রাহিম এবং আইসিসি আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্যরা।

সংবাদ সম্মেলনে আইসিসি বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান বলেন, 'আয়োজন নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট। সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন এমন অতিথির সংখ্যা সাড়ে চারশর বেশি। এদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন ৪০ জন। ১০টিরও বেশি দেশের অতিথি সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন।'

সম্মেলন আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কী পেল এমন প্রশ্নের জবাবে সহসভাপতি লতিফুর রহমান বলেন, 'সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক কোনো প্রাপ্তির সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি না। তবে এখানে যেসব বিষয়

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

এশিয়াকে এগিয়ে নিতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

আলোচনা হয়েছে তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আছে। যারা আলোচনা শুনেছেন তারা অনেক কিছু জানতে পেরে সমৃদ্ধ হয়েছেন। আর এ সম্মেলনের প্রাপ্তি সম্পর্কে যারা এতে যোগ দিয়েছেন তারাই ভালো বলতে পারবেন।'

সভাপতি মাহবুবুর রহমান বলেন, 'আয়োজনের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে যে বার্তা আমরা দিয়েছি তা দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।'

সংগঠনের নির্বাহী বোর্ডের সদস্য ব্যারিস্টার রফিকুল হক বলেন, কোনো সরকারই দেশের জন্য কিছু করেনি। তবে দেশের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বিভিন্ন সময় আইসিসি বাংলাদেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

গতকাল সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে অর্থনৈতিক বেশ কিছু বিষয়ে আয়োজিত অধিবেশনে দিনব্যাপী আলোচনা হয়। সকাল সাড়ে ৯টায় অধিবেশন শুরু হয় 'বৈশ্বিক অর্থনীতি পুনরুদ্ধার: সমসাময়িক বাস্তবতা' বিষয়ের মধ্য দিয়ে। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ।

অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নে রোল মডেল হিসেবে এরই মধ্যে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বালি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তিনি এ সময় আঙ্কটাড মহাসচিবের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বৈশ্বিক অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত এশিয়া কিছু করতে পারে। তবে সে পর্যায়ের পর পুরো বিশ্বকেই পারদর্শিতা দেখাতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মো. আলি তসলিম বলেন, উন্নয়ন ধরে রাখতে অর্থনীতি ও রাজনীতিকে অবশ্যই পৃথক রাখতে হবে, তা না হলে গণতন্ত্র ধ্বংস হবে। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে এশিয়ার নেতাদের অবশ্যই উদ্ভাবনী কোনো সমাধান বের করতে হবে। কারণ আয়বৈষম্যে এশিয়া অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

সম্মেলনের মূল বিষয় সামনে রেখে গতকালের অন্য তিনটি অধিবেশনের বিষয়বস্তু ছিল যথাক্রমে 'এশীয় প্রবৃদ্ধি: বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ', 'বালির ফলাফল কি ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি ধরে রাখতে পারবে?' এবং 'এশিয়ায় বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ'।

'এশীয় প্রবৃদ্ধি: বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ' শীর্ষক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম। 'বালির ফলাফল কি ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি ধরে রাখতে পারবে?' শীর্ষক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নেপালের কমার্স অ্যান্ড সাপ্লাইস মন্ত্রী সুনীল বাহাদুর থাপা এবং 'এশিয়ায় বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ' শীর্ষক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নেপালি প্রতিষ্ঠান চৌধুরী গ্রুপের প্রেসিডেন্ট বিনোদ কে চৌধুরী।

দিনব্যাপী অধিবেশনের আলোচকদের মধ্যে ছিলেন— বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালাহউদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রমুখ।

daily observer
Second Edition
We stand for people's rights
www.observerbd.com
Date:27-10-2014 Page 20, Col 1-8 Size: 40 Col*Inc

Coordinated efforts needed to accelerate Asia growth

UNCTAD Secretary General says at closure of ICC conference

Staff Correspondent

Asian countries should build strong economic fundamentals with coordinated efforts to expedite economic growth in the region, UNCTAD Secretary General Dr Mukhisa Kituyi has suggested.

The top official of the United Nations Conference on Trade and Development was speaking at the plenary session of the ICC International Conference on Global Economic Recovery: Asian Perspective on Sunday. Inaugurated by President Abdul Hamid on Saturday, the two-day conference was organised by the Bangladesh chapter of International Chamber of Commerce or ICC-B, marking its 20 years presence in Bangladesh.

Chaired by Commerce Minister Tofail Ahmed, the plenary session was addressed, among others, by Nepalese Commerce and Supplies Minister Sunil Bahadur Thapa, Deputy Minister for Commerce of Myanmar Dr Pwint San, Bangladesh Bank Governor Dr Atiur Rahman, former adviser to a caretaker Government of Bangladesh and Power and Participation Research Centre (PPRC) Chairman Dr Hossain Zillur rahman, Centre for Policy Dialogue (CPD) Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya, Dhaka University's Economics Department Chairman Prof Md Ali Taslim, The Daily Star Editor Mahfuz Anam, Country Manager of the International Finance Corporation (IFC) Kyle Kelhofer and ICC Secretary General John Danilovich.

Policymakers, economists and business leaders from across Asia attended the seminar to discuss on the effective strategies for expediting the regional growth prospect while facing global challenges.

Focusing on driving the regional growth prospect and facing effectively the internal and external challenges, the UNCTAD Secretary General said, "For better economy this region should develop a strong foundation based on creating sustainable job opportunity and reducing domestic and regional inequality. He also laid emphasis on reaching an understanding on the regional political dynamics for easing contentious political issues.

Spelling out the concerns and challenges for this region, Dr Kituyi said there are medium and long-term vulnerabilities which should be assessed rightly and addressed with effective and pro-active manners. To this effect, he also underscored the need for dynamic leadership for establishing stronger regional integrity, which is a pre-requisite for economic and social development.

He advised devising better policy with major focus on regional integration and integrated market development, and more attention to the flow of foreign direct investment (FDI). The rise of Asian economy also depends on the flow of FDI, he said referring to the Chinese economy, which shares a significant portion of the global FDI flow. Referring to the recent global economic scenario, Dr Kituyi said, "The regional countries should remain aware of the happenings in the developed world and in some countries being faced by political volatility.

Another important issue, he said, is the global energy issue when the United States is extracting shell oil and solar energy, which will be cheaper than fossil energy in the medium term.

The UNCTAD top brass also said all of these issues require coordinated attention and effort so that economies can grow.

Commerce Minister Tofail Ahmed said, "UNCTAD has always been assisting Bangladesh to realize its rights as a developing country."

Many countries have granted Bangladesh duty- and quota-free access but the US has not done so, the minister pointed out. "The US authorities have imposed different conditions in this regard. Readymade garment, the main export earner of Bangladesh, does not get this facility in America," he said. Bangladesh pays $828 million in duty to the US every year, Tofail said.

He said many countries, including Canada and Japan, are providing Bangladesh with duty-and-quota-free access to its products, but still there are some tariff and non-tariff barriers that hinder growth of Bangladesh's products on global market.

The minister, however, said that the country under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina had become a model of development by maintaining constant economic growth in recent years. Referring to the newly established Beijing-based Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Tofail said as a founder member of this organisation, Bangladesh would get more regional cooperation for strengthening its regional connectivity with developed infrastructure.

The Bangladesh Bank governor said, "Our demographic dividends and speedy adoption of information technology by our youths and vast aggregate stock of financial assets in the form of foreign exchange reserves clearly bestows on Asia the responsibility of taking up a role as the key driver of global growth over the coming decades."

To maintain a congenial environment for enduring trends in equitable and environmentally sustainable growth, cooperation among the Asian countries in this role will need importantly to be at multiple levels, including between the governments, public sector institutions, business communities, civil society organizations and so forth, Dr Atiur Rahman added. Dr Hossain Zillur Rahman said, "The Asian growth is unlikely to happen automatically without political commitment."

The Nepalese commerce minister stressed the need for regional economic integration. He said, 'The recommendation of this conference can be taken as a roadmap in the upcoming SAARC Summit, due in Kathmandu next month.

Sunil Bahadur Thapa suggested improvement in physical connectivity among the Asian countries, which is considered a major hindrance to the development of regional trade and business.

John Danilovich, ICC secretary General, said, "Trade generates growth and jobs. He suggested taking back the recommendations to governments as ICC will be advancing the same agenda.

Dr Debapriya Bhattacharya said, "Asia can do it up to a certain level but needs the world to perform on the same platform.' Prof Md Ali Taslim said, "The possible rise of Asia is hyped up as there are major challenges in infrastructure building. Education and training needs major investment."

Mahfuz Anam underlined the importance of good governance and role of the private sector for ensuring steady and sustainable economic growth.

ICC-B President Mahbubur Rahman in his introductory remark expressed the hope that the conference would be instrumental to formulate policies and strategies for developing regional trade, business and investment.

The Daily Star
Date:27-10-2014 Page 17, Col 1-2 Size: 10 col*inc

LDCs still in the dark about Bali package

STAR BUSINESS REPORT

Least-developed countries (LDCs) are still unsure whether the recommendations of WTO's Bali round of conference will be adopted or not, as the developed and developing countries are failing to reach a consensus.

At the ninth ministerial meet of the World Trade Organisation held in Bali in December last year, a consensus was reached on three important issues: trade facilitation, food security and LDC package.

The developed countries were supposed to adopt them in July this year, but they are yet to give final approval for differences in opinions.

Separately, two major deals between developed and developing nations -- Transatlantic Trade and Investment Partnership and Trans Pacific Partnership -- are going to be signed, said Zaidi Sattar, chairman of the Policy Research Institute, said.

"The LDCs might face troubles in trade for this."

His comments came at a discussion styled 'Does the Bali outcome hold promise for the future' as part of the International Chamber of Commerce Bangladesh's two-day conference.

"We need to assess the impacts, if those trade agreements are signed," said Mustafizur Rahman, executive director of the Centre for Policy Dialogue.

Toufiq Ali, chief executive of Bangladesh International Arbitration Centre, said the WTO is very valuable for the people of the world.

For example, thanks to the various agreements under the WTO, the prices of different drug items are cheaper in the LDCs than in the developed and developing countries.

The Daily Star
Date:27-10-2014 Page 17, Col 4-8 Size: 34 col*inc

Don't mix business with politics

Economists suggest at ICCB conference on global economic recovery

STAR BUSINESS REPORT

Asian countries including Bangladesh must keep politics aside from business for the betterment of economy, analysts said yesterday.

"Economics and politics must be separated. Politics should not be in business and business should not be in politics," said MA Taslim, an economics professor at Dhaka University.

"Unfortunately, it is happening in major parts of Asia," he said, adding that democratic countries like Bangladesh must be careful as there is a difference between market and political forces.

The country should not follow the same principles as autocratic governments, Taslim added.

Politics seriously affected business in Bangladesh, said Hossain Zillur Rahman, former adviser to a caretaker government.

He too called for keeping the economy free from political influence for higher economic growth.

They spoke at a session styled 'Asian Growth: Realities and Challenges' during International Chamber of Commerce Bangladesh's two-day international conference.

Trade is the most dominant factor in the Asian economy, said AB Mirza Azizul Islam, former finance adviser to caretaker government.

The main challenges to the Asian economy are slow growth of exports, exchange rate stability, and reduction of income inequality, he said.

Trade restriction imposed by developed countries is another challenge for high GDP growth in the Asian country.

The Asian Development Bank projects regional growth to pick up to 6.2 percent in 2014 and 6.4 percent in 2015 for most Asian countries.

Although Asia has made major strides since the 2008-09 global recession, not all countries are out of the woods, he added.

Sadiq Ahmed, vice-chairman of Policy Research Institute of Bangladesh, said developing Asia continues to do substantially better than the rest of the world on the growth front despite a slowdown in global economy.

With its rising share of world income and trade there is a good chance that Asia will lead the way for global recovery, he said, adding that much depends on what happens in India and China.

The basic fundamentals are strong in the giant Asian economies, with India expected to get back to the 6-7 percent growth trajectory and China to 7-8 percent, he said.

READ MORE ON B3

Don't mix business with politics

FROM PAGE B1

"Along with restoration of stability and growth in advanced economies in 2-3 percent range, these performances can be an important pull factor for global recovery."

The stronger long-term growth performance of developing Asia is mainly explained by economic fundamentals, according to Ahmed.

The higher growth is spurred by a rapidly rising national investment rate and expansion of exports.

"South Asia has been a bit of a laggard and export-orientation and trade openness started very late in the day. But slowly, it is catching up."

Asia has done much better than others during the financial crisis of 2008-09 mainly due to better performance of the Chinese and Indian economies, said Debapriya Bhattacharya, distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue.

"'Chindia' has driven the growth in Asia," he said, while slotting the Asian economies into three categories of "Dazzling, Dancing and Dazed".

Dazzling Asia includes the higher income countries like Japan, Singapore and South Korea; Dancing Asia has the upcoming China, India and Malaysia and the dormant economies of Bangladesh, Nepal, Pakistan and Sri Lanka form the Dazed Asia.

Bhattacharya stressed more integration between the Asian countries for sustained economit growth.

Dazed Asia should establish a new phase of relationship in terms of sub-divisional or connectivity projects with other Asian countries.

Atiqul Islam, president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said regional cooperation is necessary for the overall development of the Asian economy. Aftab-ul Islam, president of American Chamber of Commerce in Bangladesh, said regional cooperation does not get a momentum in South Asia mainly due to mistrust among neighbouring countries.

He stressed the need for enhancing people-to-people contact in the region with more exchanges between businesspersons and civil society members.

South Asian countries can benefit immensely from cooperating with each other, he said, while citing Nepal's capability to address the region's electricity shortage with its 80,000 megawatts of hydropower.

Sultan Hafeez Rahman, executive director of Brac Institute of Governance and Development, said Asian countries have to be more open and should invest in fundamental research.

Adeeb Hossain Khan, council member of the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh, said Bangladesh is gradually getting importance on the global front due to its larger population base.

As a result, Japan's Honda and Uniqlo and India's CEAT have already set up operations in Bangladesh, he said. Salehuddin Ahmed, former governor of Bangladesh Bank, also emphasised more regional cooperation.

"Asia cannot grow alone."

daily sun
TRUE & IMPARTIAL
Date:27-10-2014 Page 02 Col 2-5 Size 20 Col*Inc

Asian recovery to depend on rest of the world

Speakers tell ICC International Conference

STAFF CORRESPONDENT

Asian recovery has to be continentally driven, but full recovery will be dependent on the rest of the world, speakers told the ICC International Conference in Dhaka on Sunday.

Political cooperation, regional integration and robust fiscal measures are key to taking Asia forward while the consumption-led growth of China and India is key for the continuity of Asian recovery, they observed.

They opined that some of the Asian countries demonstrated resilience is commendable, but it will not automatically result in growth acceleration, appropriate growth policies need to be pursued to consolidate this.

The conference styled "ICC International Conference on Global Economic Recovery: Asian Perspective" was held at the Pan Pacific Sonargaon Hotel in celebration of 20 years of ICC in Bangladesh.

The two-day conference was inaugurated by President Md. Abdul Hamid on Saturday afternoon at Bangabandhu International Conference Centre (BICC) in Dhaka.

On the second day, the plenary session on Global Economic Recovery: Contemporary Reality and also there business sessions on Asian Growth: Realities and Challenges, Trade, Does the Bali outcome hold promise for the future? and Promoting Investment in Asia were held.

Commerce Minister Tofail Ahmed chaired the plenary session on Global Economic Recovery: Contemporary Reality.

In his remark, Tofail said, "Bangladesh has become the model of development and he stressed the need for materialising the Bali outcome and he requested UNCTAD Secretary-General to use his good office in addressing the point of view of LDC countries."

Mahbubur Rahman, President of ICC Bangladesh, mentioned, "The objective of bringing the regional ministers, business leaders and academics on a platform to share their ideas is fulfilled. Now we need to take the recommendations back to our respective fields, transform those into actions and to ensure their implementation to continue Asia's lead in facing global economic recovery."

Sunil Bahadur Thapa, Commerce and Supplies Minister of Nepal, stressed the need for regional economic integration. He said, "The recommendation of this conference can be taken as a roadmap in the upcoming SAARC summit to be held in Nepal next month."

Mukhisa Kituyi, Secretary-General of the UNCTAD, mentioned, "By rebalancing the economic policies in growing domestic and regional markets as medium and long term strategies the leadership can lay the foundation not only for global economic recovery but also to capture the global opportunities."

John Danilovich, ICC Secretary-General, said, "Trade generates growth and growth generates jobs." He urged to take back the recommendations to governments as ICC will be advancing the same agenda."

"Asia can do it up to a certain point, but it needs the world to perform on the same platform," said Dr. Debapriya Bhattacharya, a distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD).

Dhaka Tribune
www.dhakatribune.com
Date:27-10-2014 Page 17, Col 2-5 Size: 40 Col*Inc

Shield Asian economies from possible setback like recession

Experts put forward a charter of recommendations to protect the region at the ICC international conference on global economic recovery

Speakers seen at a session of ICC International Conference on 'Global Economic Recovery: Asian Perspective' at a city hotel yesterday MEHEDI HASAN

Kayes Sohel

A two-day international conference on Global Economic Recovery and Asian Perspective ended here yesterday with a series of recommendations and call for measures accordingly by the Asian countries.

The recommendations were made in the areas of trade, investment, regional cooperation, finance, governance, environment and political dimensions as precautionary measures to avoid possible financial recession like that of 2008 the world witnessed and suffered.

The International Chamber of Commerce, Bangladesh (ICC,B) president Mahbubur Rahman described the outcome made in the two-day international conference on Global Economic Recovery and Asian Perspective at a press conference in a city hotel.

"Political cooperation, regional integration and robust fiscal measures are the keys to taking the Asian countries forward," he said.

Asian recovery will be driven by continental growth, but its sustainability will depend on recovery in the rest of the world, he said.

He said consumption expansion in China and India and relationship between these two countries will be critical in shaping the Asian agenda in the future.

Under trade segment, the recommendations include promoting inter-regional Asian exports, formulation of South Asian customs union to facilitate trade integration by reducing tariff and non-tariff barriers in South Asia, development of value chains for enhancing competitive capacities and coherence in global system.

In the area of investment, the recommendations include attracting more investment from the region, massive investment in research and development, wooing quality investment in bridging finance deficit from which Asia suffers and SME (small and medium enterprise) promotion.

In regional cooperation, the recommendations include Asian regional cooperation for recovering from the ongoing global growth slowdown and tackling possible future recurrence of global financial crisis, better connectivity to promote productivity in the region, providing opportunities for other countries by emerging economies for enhancing exports, domestic consumption of developing and emerging economies for Asian recovery, infrastructure, connectivity and energy cooperation.

In financial sectors that are now under stress in some Asian countries, the recommendations focus on forming regional bond markets to harness savings into real sector investment, holding Asian regional dialogues to broaden the windows of concessional lending to lower income economies to help protect their debt sustainability, presenting a new unified financial architecture at the global forums for ensuring financial stability, working together among Asian countries in carrying forward their significant attainments in promoting inclusive financing towards equitable socioeconomic progress and cushion providing resilience-lending to the growth acceleration framework.

Under the governance segment, the recommendations include less government and more governance, enabling environment created by the government to flourish business, institutional and bureaucratic reforms, inclusive political culture to reduce democratic deficiency and woman's employment.

On environment, the recommendations include tackling climate change, committing to a new transformative growth paradigm and on political dimension, the recommendations are recognising the shifts towards China and India in the 20th century, good governance and inclusive politics and Chain-India relationship

Developing Asia's growth was largely driven by the growth of two economies, China and India, which were also an important driving force of the world economy. ●

Dhaka Tribune
www.dhakatribune.com
Date:27-10-2014 Page 17, Col 6-6 Size: 21 Col*Inc

WTO Bali package offers little hope for LDCs

Syed Samiul Bashar Anik

The last ministerial meeting of World Trade Organisation in Bali, Indonesia has failed to take any measures for the Least Developed Countries in the wake of distrust of the negotiation process, experts told a conference in Dhaka yesterday.

They observed that developed countries dominate the negotiation process in any contracts, thereby hardly taking into account the interests of LDCs.

The observation came at a session titled "Trade: does the Bali outcome hold promise for the future?"

The session was organised as part of a two-day ICC International Conference on "Global Economic Recovery: Asian Perspective" at a city hotel.

The experts said LDCs need to develop their expertise to debate at such platforms as to achieve goals.

The Bali package created a hope to us and then it turned to anger and disappointment, said Barbara Meynert, director of Fung Global Institute, Hong Kong.

The World Trade Organisation (WTO) should be a platform where people can negotiate, Barbara added.

In his address, Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) Chief Executive Dr Toufiq Ali said the multilateral trade rules are designed only for the developed countries and so in trade negotiations, the interests of developed countries are taken care of as they dominate.

"The developing countries, however, have now major shares in trade and so they need to develop expertise to take advantage from such discussions."

Bangladesh needs to be very careful at multilateral discussions and is required to develop its expertise to achieve goals, said Toufiq, also former ambassador and permanent representative of Bangladesh to UNCTAD, WTO.

The last ministerial meeting of WTO at Bali apparently reached consensus on some issues, but even these seem to be in risks now.

There has been an explosion of bilateral and regional preferential and free trade agreements that are at once both causes and consequences of the long-drawn process at WTO.

>> B3 COLUMN 1

WTO Bali package offers little hope for LDCs

« B1 COLUMN 6

Such arrangements in the package put the trade and commerce of excluded nations at disadvantage, thus reducing the benefits of liberalised trade.

Taffere Tesfachew, director of the division on Africa, Least Developed Countries and Special Programmes, said a transparent and predictable system along with timing is needed to help LDCs in Bali agreement.

Policy Research Institute (PRI) of Bangladesh Chairman Dr Zaidi Sattar said there are two oncoming mega trade and investment partnership agreements - Trans Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) and Trans Pacific Partnership (TPP).

"Along with the two, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is a possible opportunity for Bangladesh and this is what Bangladesh should look to," he said, adding that RSEP is going to be a partnership between ASEAN and 10 countries including India and China.

Centre for Policy Dialogue (CPD) Executive Director Mustafizur Rahman said trade facilitation in WTO mainly focuses trade and customs facilitation, but it does not talk about infrastructural facilitation which is actually necessary.

"The trade facilitation does not focus infrastructure which is needed for trade facilitation. So, there is hardly any coherence and the need is to ensure coherence in global system. We just do not talk about WTO only, but also other global multilateral systems," he said.

"Where are compensatory mechanisms we need in WTO system for LDCs ?" Mustafizur Rahman posed a question.

"WTO should become a part of solutions, not a part of problems."

Former Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association President Anwar-Ul-Alam Chowdhury pointed that the ready-made garments is not getting access with duty free quota system.

"Some 8,600 products were given duty free, but not those of RMG in which we hold strong position in export. That has been done intentionally. The LDC countries have potentialities that should be taken into consideration. There should not be any eyewash," he said.

Sunil Bahadur Thapa, commerce and supplies minister of Nepal, who chaired the session.

He said timing is important for such agreements.

Dhaka Tribune
Date:27-10-2014 Page 17, Col 4-6 Size: 24 Col*Inc

Political conflicts push Asian economies at risk

Tribune Report

Political conflicts might put economic growth of Asian countries, which have already been badly shaken by the global recession, under serious risks, trade experts and economists feared yesterday.

To take the region a leap forward, they emphasised on economic integration and massive investment in developing infrastructure and also on human resources.

The observations were made by the country's heavyweight 10 economists at the concluding day of a two-day international conference, organised by the International Chamber of Commerce, Bangladesh (ICC,B) at a city hotel.

The deliberations were made in the business session on Asian Growth: Realities and Challenges, with former finance adviser to the caretaker government Mirza Azizul Islam in the chair.

"Politics should not be in business and business should not be in politics," said MA Taslim, a professor of economics at Dhaka University.

He said relationship between the democracy and the economics must be kept separate, otherwise, both will be at risk. "Unfortunately, in major parts of the Asia, including Bangladesh, the democracy is at risk because of political conflicts."

He noted that business should be allowed to operate freely on the basis of market forces (demand and supply) without any intervention by the political forces.

"If this does not happen, economy will not be stabilised in the region," Taslim said.

The political conflicts starting from the West to East have already jeopardised the world's economy, he added.

Echoing Taslim, eminent economist and sociologist Hossain Zillur Rahman said: "Politics in the developing nations have now become a 'crony business' leading to abuses of taxed-money by a group of people loyal to the party in power."

Hossain Zillur, also a former adviser to the caretaker government, also noted that the growth acceleration is now emerged as the key issue in the developing nations including Bangladesh simply due to the misuses of political power and the poor governances.

» B3 COLUMN 3

Political conflicts push Asian economies at risk

« B1 COLUMN 6

"Resilience is an achievement by the nations including Bangladesh and we have to expand and come out of the cycle of around 6% economic growth."

American Chamber in Bangladesh (AMCHAM) President Aftab-ul-Islam said Asia involved in political problems.

"India-Pakistan conflict is one of them and such type of clashes lead to the mistrust among the nations," he said.

Taslim also put emphasis on the investment in the field of infrastructure, education, trainings and anti-environment pollution including impact of climate changes.

Policy Research Institute of Bangladesh (PRI) vice-chairman Sadiq Ahmed, however, said: "Developing Asia has been doing better than the rest of the world on the growth front despite slowdown in global economy."

With its rising share of world income and trade, still there are good prospects that Asia will lead the way for global recovery, he said.

Terming the basic fundamentals of China and India are strong, Ahmed said: "With concerted domestics reforms, it is expected that growth will recover to 6-7% in India and stabilise at around 7-8% in China."

He said along with restoration of stability and growth in advanced economics in the range of 2-3%, these performances can be an important pushing factor for global recovery.

Centre for Policy Dialogue (CPD) distinguished fellow Debapriya Bhattacharya said: "Asia has three types of trends in terms of economic indicators ---dazzling, dancing and the dazed economies."

He also noted that the Asian economies had been growing in terms of its share in the global economy.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) President Md Atiqul Islam said, "Bangladesh has adequate room for expanding its exports to both in the Asia and the rest of the world."

Citing the McKinsey report on Bangladesh's garments, BGMEA chief opined that Bangladesh now needs five Ps' (people, power, place, port and politics) for boosting its exports to US$40bn.

Councillor member at the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh Adeeb Hossain Khan said Asia should now focus on its own market the region and their respective domestic markets following squeezes in the growth outside the Asia.

The function was addressed, among others, by former governor of Bangladesh Bank Salehuddin Ahmed, executive director of the BRAC Institute of Governance and Development Sultan Hafeez Rahman.

The
Financial Express
Date: 27-10-2014 Page 01, Col 6-8 Size: 21 Col*Inc

Though frustrating for LDCs, Bali Package benefits Dhaka

FE Report

Speakers at a discussion on Sunday said though the WTO Bali Package was frustrating for least developed countries (LDCs), it was beneficial to Bangladesh.

They said the most important part of the Bali accord was its perfect-timing in the backdrop of the global plan on transition from millennium development goals (MDGs) to sustainable development goals (SDGs).

They were speaking at the business session-two of the two-day ICC (International Chamber of Commerce) conference at a city hotel.

Nepalese Commerce and Supplies Minister Sunil Bahadur Thapa chaired the session while Chief Executive of Bangladesh International Arbitration Centre

Continued to page 7 Col. 1

Though frustrating for LDCs

Continued from page 1 col. 8

(BIAC) Dr. Toufiq Ali, Director of the Division on Africa, Least Developed Countries and Special Programmes of World Trade Organisation (WTO) Taffere Tesfachew, Chairman of Policy Research Institute of Bangladesh ((PRI) Dr. Zaidi Sattar and Centre for Policy Dialogue (CPD) Executive Director Dr Mustafizur Rahman spoke on the occasion.

Director of Fung Global Institute of Hong Kong Barbara Meynert, former President of Bangladesh Garment Manufacturers & Exporters Association (BGMEA) Anwar-Ul-Alam Chowdhury Parvez and Director of National Committees of ICC Headquarters in Paris François-Gabriel Ceyrac spoke as discussants.

The Bali Package is a trade agreement resulting from the Ninth Ministerial Conference of the WTO in Bali, Indonesia held on December 3-7, 2013. It is aimed at lowering global trade barriers and it is the first agreement reached through the WTO. The package forms part of the Doha Development Round, which started in 2001.

Dr. Toufiq Ali said LDCs had to question domination of developed countries during negotiation at the multilateral trade discussion.

He said WTO was still very valuable for international dispute resolution but the global forum was failing to do what it was supposed to do.

Taffere Tesfachew said the Bali Package was held at a perfect time and the focal point of the discussion was trade facilitation.

He said trade played a very important role in eliminating poverty across the world and trade helped millions of people come out of poverty.

He said the new SDGs were targeting elimination of poverty from the world within 15 years. He termed a very challenging task. Trade facilitation would help the world to do so, he added.

Dr Zaidi Sattar said Bangladesh is one of the biggest beneficiaries of the trade facilitation which was the outcome of the Bali meeting.

He said trade pushes growth, growth creates jobs and job creation alleviates poverty and, thus Bangladesh has been a beneficiary of trade.

Professor Mustafizur Rahman said WTO meetings discuss only regulatory issues and customs-related issues, which are related to trade. But there are many issues that remain left out like infrastructure.

He said the Bali outcome was totally frustrating, though it is a fact that Bangladesh has greatly benefited from rules-related trade facilitation.

He said trade liberalisation cannot make a country developed one, there are many other aspects a developed country should deal with.

He predicted that Bangladesh would still remain an LDC country, even it graduates from the current status by 2021.

Barbara Meynert said the Bali meeting created distrust among the countries.

"But we still have to be hopeful afresh for a new beginning," she said.

François-Gabriel Ceyrac said it was not right that everything in Bali accord was frustrating; there were some special measures taken for the least developed countries.

bdsmile@gmail.com

The
Financial Express
Date: 27-10-2014 Page 01, Col 2-3 Size: 20 Col*Inc

Women's unpaid household work

MJF-CPD for inclusion in national accounting

FE Report

A research study has suggested inclusion of the value of the unaccounted for unpaid household work of women in national accounting and reflect the same in the country's gross domestic product (GDP).

The value of the unpaid work, according to the study, titled, 'Estimating Women's Contribution to the Economy: The case of Bangladesh' is equivalent to 87.2 per cent of GDP of the last fiscal.

Women both in villages and cities work three times more than men while the amount of women's unpaid works is equivalent to a maximum of US $151.72 billion at current market prices, the study revealed.

And the value of unpaid works by women is 2.5 to 2.9 times higher compared to income received by the women from paid services, the study showed.

It also pointed out that wage discrimination is one of the key reasons behind the lower contribution of women in the national economy.

The study, commissioned by the Manusher Jonne Foundation (MJF), was conducted by the private think tank Centre for Policy Dialogue (CPD).

Continued to page 7 Col. 1

MJF-CPD for inclusion in national

Continued from page 1 col. 3

The research findings were published last Saturday (October 25) at a function at a city hotel.

The study, on the basis of replacement cost method (shadow wage for similar work), estimates the value of women's unpaid household works at about 76.8 per cent of the GDP of financial year 2013-14 (FY'14).

On the other hand, according to the willingness to accept (outside her own household) method, the corresponding estimate was equivalent to 87.2 per cent of GDP or $151.72 billion (considering the GDP size of $174 billion in FY'14 in current market price).

The research study also revealed that on an average, a female person works about 7.7 hours on non-SNA (UN System of National Accounts) activities on a typical day; in contrast a male person works about 2.5 hours.

The study also showed the time spent by a female person (aged 15 years and above) on unpaid activities is about three times higher than that of a male person.

A female member of a household undertakes around 12.1 unpaid chores daily while a male does only 2.7 chores.

"This pattern is similar in both rural and urban areas," the study said.

"The government should undertake policy reforms towards changing the estimation practice of SNA so that women's unaccounted for activities are reflected in the GDP," it said.

"In doing so the government can form a committee consisting of economists, statisticians, gender specialists, advocacy groups and relevant stakeholders who can give concrete input for developing a methodology to include women's unaccounted contribution in the GDP" the report suggested.

The government should undertake programmes which may contribute in decreasing the household workload of women, it said.

"Increased access to drinking water, natural gas for cooking and setting up of day care centres for children can reduce the workload and time of women and this in turn can help them either to be engaged in the formal economy and make their contribution to economy more visible or to have their own personal time" the study said it its recommendation.

The study also advocated for taking legal measures for eliminating wage discriminations against women in all sectors.

"One of the reasons for lower contribution in the national economy by women is due to lower wages of women. This will also make women's economic condition more appropriately measurable," the report suggested.

tonmoy.wardad@gmail.com

দৈনিক ইত্তেফাক
Date:27-10-2014 Page: 01, Col 5-7 Size: 30 Col*Inc

চীন-ভারত সম্পর্কের ওপর এশিয়ার উন্নয়ন নির্ভরশীল

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

চীন-ভারত সম্পর্কের উপর এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করছে। এ দু'টি দেশ বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলোর অন্যতম। দেশ দুটির মানুষও অনেক বেশি। তাই তাদের ভোগ ও আঞ্চলিক বাণিজ্য বাড়লে এশিয়ার দেশগুলো সে সুযোগ নিতে পারে। তাছাড়া এশিয়ার দেশগুলোকে সামনে এগিয়ে নেতে রাজনৈতিক সহযোগিতা, আঞ্চলিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং উন্নয়নে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশের (আইসিসিবি) ২০ বছর পূর্তিতে আয়োজিত 'বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধার: এশিয়ার প্রেক্ষাপট' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন। বক্তারা বলেন, এশিয়ার অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য এ মহাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে হবে। আর এজন্য বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। পাশাপাশি উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আন্তরিক হতেও বক্তারা তাগিদ দেন। গতকাল রবিবার রাজধানীর একটি হোটেলে সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়েছে।

আইসিসি'র সম্মেলনে বক্তারা

গতকাল চারটি সেশনে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম সেশনে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ভুটানের বাণিজ্যমন্ত্রী লিওনপো নোরবু ওয়াংচুক, নেপালের বাণিজ্যমন্ত্রী সুনীল বাহাদুর থাপা, মিয়ানমারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী পিউইন্ট সেন, আঙ্কটাডের সেক্রেটারি জেনারেল মুখিসা কিতুই, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের কান্ট্রি ম্যানেজার কাইল কেলোফের, আইসিসিবি'র প্রেসিডেন্ট মাহবুবুর রহমান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার রুলস মোতাবেক অনেক উন্নত দেশ স্বল্প আয়ের দেশগুলোকে সহায়তা দিচ্ছে না। জেনেভার বৈঠকে উন্নত দেশগুলো ডিউটি ফ্রি ও কোটা ফ্রি সুবিধার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু কয়েকটি উন্নত দেশ তা বাস্তবায়ন করছে না। মন্ত্রী বলেন, তৈরি পোশাক বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানি খাত। অথচ অনেক দেশ শুল্কমুক্ত সুবিধার তালিকায় এই পণ্যের নাম বাদ রেখেছে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বিদেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক ও অশুল্ক বাধাই বড় সমস্যা উল্লেখ করে তোফায়েল আহমেদ বলেন, প্রতিবেশীসহ অন্য দেশগুলোকে এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা উচিত।

নেপালের বাণিজ্যমন্ত্রী সুনীল বাহাদুর থাপা বলেন, এই সম্মেলন এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে। এখানকার সুপারিশগুলো আগামী সার্ক সামিটের রোডম্যাপ হিসেবে কাজ করবে।

আঙ্কটাডের সেক্রেটারি জেনারেল মুখিসা কিতুই বলেন, অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং আঞ্চলিক সম্পর্ক ও বাণিজ্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

চীন-ভারত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ জন্য দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নিতে হবে। তাছাড়া বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের মধ্যে কিছু কিছু সুযোগ তৈরি হয়েছে এশিয়ার দেশগুলোর জন্য। এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

দ্বিতীয় সেশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বিজিএমইএ প্রেসিডেন্ট আতিকুল ইসলাম, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের (পিআরআই) ভাইস চেয়ারম্যান ড. সাদিক আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এবং আমেরিকান চেম্বারের প্রেসিডেন্ট আফতাব-উল-ইসলাম।

ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশে এই মুহূর্তে বিদেশি বিনিয়োগ ও রেমিটেন্স প্রবাহ ধরে রাখা বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমান সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছে। তাছাড়া বর্তমানে উন্নত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি ধীর হয়ে পড়ছে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে হবে।

বিজিএমইএর সভাপতি আতিকুল ইসলাম বলেন, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। আর বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হলে ব্যাংক ঋণের সুদ সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে বাংলাদেশের পণ্য প্রবেশে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূর করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এই বাধা দূর করতে উন্নত দেশগুলোকে আন্তরিক হতে হবে।

নেপালের বাণিজ্যমন্ত্রী সুনীল বাহাদুর থাপার সভাপতিত্বে তৃতীয় সেশনে বক্তব্য রাখেন ভুটানের বাণিজ্যমন্ত্রী লিওনপো নোরবু ওয়াংচুক, বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, পিআরআইয়ের চেয়ারম্যান ড. জায়েদী সাত্তার এবং সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান।

ভুটানের বাণিজ্যমন্ত্রী লিওনপো নোরবু ওয়াংচুক বলেন, উন্নত দেশগুলো দোহা রাউন্ড ও বালি রাউন্ডে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার বেশ কিছু এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। এ ব্যাপারে তেমন কোনো পদক্ষেপও দেখা যাচ্ছে না। উন্নত দেশগুলোকে এ বিষয়ে আন্তরিক হতে হবে।

নেপালের চৌধুরী গ্রুপের প্রেসিডেন্ট বিনোদ কে চৌধুরীর সভাপতিত্বে শেষ সেশনে বক্তব্য রাখেন বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও নেপালের কান্ট্রি ডিরেক্টর জোহানেস জাট, ইয়াংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারম্যান কিহাক সুং, পিআরআইয়ের নির্বাহি পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর এবং এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মীর নাসির। এ সেশনে বক্তারা বলেন, এশিয়ার দেশগুলোতে বৈশ্বিক বিনিয়োগের পাশাপাশি আঞ্চলিক বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। গবেষণা খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো এ দেশগুলোর জন্য বেশি প্রয়োজন। এছাড়া এশিয়ার দেশগুলোতে এসএমই খাতে বিনিয়োগে বেশি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। যা কর্মসংস্থান বাড়াতে বড় ধরনের সহায়তা করবে। তবে বিনিয়োগ বাড়াতে হলে অবকাঠামো খাতে সরকারকে নজর দিতে হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
Date:27-10-2014 Page 20 Col 4-5 Size 14 Col*Inc

মানচিত্রে ছোট হলেও বিশ্ব ফোরামের বিভিন্ন নেতৃত্বে এখন বাংলাদেশ

তৌহিদুর রহমান ॥ বিশ্ব মানচিত্রে ছোট হলেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামের নেতৃত্বে রয়েছে এখন বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশটি বিশ্বের প্রভাবশালী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ছাড়াও বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক ফোরামের নেতৃত্ব লাভ করেছে। একই সঙ্গে বিশ্বের এত আন্তর্জাতিক সংস্থার নেতৃত্ব লাভ করা বাংলাদেশের জন্য একটি 'বিরল কৃতিত্ব' হিসেবে অভিহিত করছেন বিশেষজ্ঞরা।

আজ আইটিইউ কাউন্সিল সদস্যপদে লড়বে

এছাড়া আজ সোমবার দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক (১৯ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

মানচিত্রে ছোট

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) কাউন্সিল সদস্যপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বাংলাদেশ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, সব কিছু ঠিক থাকলে এই নির্বাচনেও বাংলাদেশের জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্র জানায়, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বিশ্বের প্রভাবশালী সংস্থা ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ), কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এ্যাসোসিয়েশন (সিপিএ), জাতিসংঘে মানবাধিকার কাউন্সিল (ইউএনএইচআরসি), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), জাতিসংঘের নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ কমিটিসহ (সিইডিএডব্লিউ) বিভিন্ন ফোরামের নেতৃত্ব অর্জন করেছে। এ সব ফোরামের নেতৃত্ব অর্জনের ফলে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হবে বলে আশা করছে সরকারের নীতি-নির্ধারিত মহল।

গত ২১ অক্টোবর জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল (ইউএনএইচআরসি) নির্বাচনে সদস্য হিসেবে জয়লাভ করে বাংলাদেশ। এই জয়ের ফলে বাংলাদেশ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশ হিসেবে আগামী তিন বছরের (২০১৫-২০১৭) জন্য মানবাধিকার কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব করবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) কাউন্সিল সদস্যপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বাংলাদেশ। আজ সোমবার এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ১৯৩ দেশের বাইরেও বেসরকারী খাতের বিভিন্ন সংগঠন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ৮৪০ সদস্য আইটিইউর ভোটাভুটিতে অংশ নেবে। বাংলাদেশ এ নির্বাচনে এশিয়া অঞ্চলের কাউন্সিল মেম্বার স্টেট হিসেবে লড়বে। এ অঞ্চলে ১৩ আসনের জন্য লড়ছে ১৮ দেশ। এই নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশ অনেক আগে থেকেই ব্যাপকভিত্তিক প্রচার চালিয়ে আসছে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এ উপলক্ষে বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থান করছেন।

সূত্র জানায়, এ বছরের এপ্রিলে আগামী তিন বছরের (২০১৫-২০১৭) জন্য ইউনিসেফ নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। গত ২৩ এপ্রিল জাতিসংঘ সদর দফতরে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সম্মতিতে বাংলাদেশ ২০১৫-১৭ এই তিন বছরের জন্য ইউনিসেফ নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়। এর পর মে মাসে এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি ও সংলাপবিষয়ক সংস্থা কনফারেন্স অন ইন্টারেকশন এ্যান্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার্স ইন এশিয়ার (সিকার) পূর্ণ সদস্যপদ পায় বাংলাদেশ। এ বিষয়ে ২০ মে চীনের সাংহাইয়ে বাংলাদেশের সিকার সদস্যপদ গ্রহণ সংক্রান্ত নথিতে সই করে বাংলাদেশ। জুনে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) পরিচালনা পর্ষদের ডেপুটি মেম্বার নির্বাচিত হয়। ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদে বাংলাদেশ এ দায়িত্ব পালন করবে। এছাড়া গত মে মাসে সিইডিএডব্লিউ সদস্য হয় বাংলাদেশ।

যুগান্তর
Date: 27-10-2014 Page 20, Col 3-4 Size: 21 col*inc

বিশ্বমন্দা থেকে এশিয়াকে পুনরুদ্ধারে আইসিসি সম্মেলন

বাড়াতে হবে বিনিয়োগ, দূর করতে হবে শুল্ক বাধা

যুগান্তর রিপোর্ট

এশিয়াকে বিশ্বমন্দা থেকে পুনরুদ্ধার করতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও শুল্ক-অশুল্ক বাধা দূরসহ ৮টি সুপারিশ করা হয়েছে। রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশ (আইসিসি) আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শেষদিনে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞরা এসব সুপারিশ করেন। সম্মেলনে সমবেত হয়েছিলেন বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের মন্ত্রী ও নীতিনির্ধারকরা।

ওই সম্মেলনে বক্তারা বলেন, বৈশ্বিক মন্দা থেকে এশিয়াকে বের করতে হলে আঞ্চলিক দেশগুলোর মধ্যে শুল্ক-অশুল্ক বাধা দূর করে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে হবে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রেখে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। উন্নত দেশগুলোর দেয়া প্রতিশ্রুতির সহায়তা স্বল্প আয়ের দেশগুলোকে প্রদান করতে হবে। দিনব্যাপী সম্মেলনে বিশ্বেও বৈশ্বিক অর্থনীতি পুনরুদ্ধার : সমসাময়িক বাস্তবতা, এশীয় প্রবৃদ্ধি : বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ, বালির ফলাফল ও এশিয়ার বিনিয়োগ সংক্রান্ত চারটি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম পর্বে এশিয়া পুনরুদ্ধার কৌশল তুলে ধরে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার রুলস অনুযায়ী অনেক উন্নত দেশ স্বল্প আয়ের দেশগুলোকে সহায়তা দিচ্ছে না। বিশেষ করে ডিউটি ফ্রি ও কোটা ফ্রি সুবিধা নিয়ে জেনেভার বৈঠকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের অন্যতম রফতানি খাত হল পোশাক খাত। অনেক দেশ শুল্কমুক্ত **বিনিয়োগ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১**

বিনিয়োগ : বাড়াতে হবে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সুবিধার তালিকায় এ পণ্যের নাম বাদ রেখেছে। তিনি এ সিদ্ধান্ত বিবেচনার জন্য আহ্বান জানান।

নেপালের বাণিজ্যমন্ত্রী সুনীল বাহাদুর থাপা বলেন, এ মন্দা অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে এশিয়া অঞ্চলে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিশেষ করে শিল্প খাতে আরও বেশি বিনিয়োগ জরুরি। তিনি আরও বলেন, সার্ক অঞ্চলে পরস্পর বাণিজ্য বাড়াতে হবে। শুল্ক ও অশুল্ক এবং 'নিষিদ্ধ পণ্য' বাধা দূর করার আহ্বান জানান তিনি।

মিয়ানমারের উপবাণিজ্যমন্ত্রী পিউইন্ট সান বলেন, টেকসই অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির জন্য ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দরকার। একই সঙ্গে বাণিজ্য পরিবেশ তৈরি, দারিদ্র্য বিমোচন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে।

আঙ্কটাড মহাসচিব মুখিসা কিতুয়ি বলেন, বিশ্বমন্দা থেকে বেরিয়ে আসতে বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) বাড়ানো এবং অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণ দরকার। চীন আগামী বছরগুলোতে এফডিআই রফতানি করবে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এ সুযোগ নিতে পারে। তিনি আরও বলেন, অর্থনীতিতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি চিহ্নিত করতে হবে। এশিয়া অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, জিডিপি প্রবৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক দেশগুলোর সহযোগিতা দরকার। ডেইলি স্টারের সম্পাদক ড. মাহফুজ আনাম বলেন, সুশাসন নিশ্চিত করাই হচ্ছে আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে বেসরকারি খাত তাকে কাজে লাগাতে পারে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সব উদ্যোক্তাকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

আইসিসি মহাসচিব জন ড্যানিলোভিচ বলেন, এশিয়া অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং সঞ্চয় সৃষ্টি করতে হবে। কৃষি খাতে সহায়তা দিতে হবে। সুদমুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াতে হবে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নীতি সব দেশে বাস্তবায়ন করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্বে এশীয় প্রবৃদ্ধি : বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ শীর্ষক সম্মেলনে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, বিদেশী বিনিয়োগ, ব্যাংক ঋণের সুদ, বন্ড ইস্যু, রেমিটেন্স প্রবাহ ধরে রাখা এ মুহূর্তে বড় চ্যালেঞ্জ।

বিজিএমইএ'র সভাপতি আতিকুল ইসলাম বলেন, প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। আর বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হলে ব্যাংক ঋণের সুদ সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনতে হবে। পাশাপাশি দেশের টেক্সটাইল খাতে আঞ্চলিক বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. আলী তসলিম বলেন, রাজনীতির জন্য অর্থনীতি নয়, আর অর্থনীতির জন্য রাজনীতি নয়। এরপরও প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্রের চর্চা দরকার।

সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ, সিডিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, আইসিএবির কাউন্সিল মেম্বার আদিব হোসাইন।

কালের কণ্ঠ
Date 27-10-2014 Page 02 Col 2-4 Size:15 Col*Inc

আইসিসিবির সম্মেলনে বক্তারা

এশিয়ার উন্নয়নে পথ দেখাবে চীন-ভারতের সম্পর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-বাংলাদেশের (আইসিসিবি) সম্মেলনে বক্তারা বলেছেন, চীন ও ভারতের সম্পর্কের ওপর এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করছে। বৃহৎ অর্থনীতির এ দুটি দেশে ভোগের পরিমাণ ও আঞ্চলিক বাণিজ্য বাড়লে এশিয়ার অন্য দেশগুলো সে সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে।

আইসিসিবির ২০ বছর পূর্তিতে 'গ্লোবাল ইকোনমিক রিকভারি : এশিয়ান পারসপেক্টিভ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শেষ দিন গতকাল রবিবার বক্তারা এসব কথা বলেন। রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে দুই দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তারা আরো বলেন, এশিয়ার অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য এ মহাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে হবে। আর এ জন্য বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধার অত্যাবশ্যকীয়। পাশাপাশি এশিয়াজুড়ে রাজনৈতিক সহযোগিতা, আঞ্চলিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং উন্নয়নে সঠিক পদক্ষেপও গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শেষ দিনের প্রথম সেশনে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন ভুটানের বাণিজ্যমন্ত্রী লিওনপো নোরবু ওয়াংচুক, নেপালের বাণিজ্যমন্ত্রী সুনীল বাহাদুর থাপা, মিয়ানমারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী পিউইন্ট সেন, আঙ্কটাডের সেক্রেটারি জেনারেল মুখিসা কিতুই, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশনের কান্ট্রি ম্যানেজার কাইল কেলোফের, আইসিসিবির প্রেসিডেন্ট মাহবুবুর রহমান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

সভাপতির বক্তব্যে তোফায়েল আহমেদ বলেন, জেনেভা বৈঠকে উন্নত দেশগুলো ডিউটি ও কোটা ফ্রি সুবিধার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অথচ বেশ কয়েকটি উন্নত দেশ তা বাস্তবায়ন করছে না। তারা শুল্কমুক্ত সুবিধার তালিকায় তৈরি পোশাক খাতের নাম বাদ রেখেছে। বিদেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক ও অশুল্ক বাধাই বড় সমস্যা উল্লেখ করে তোফায়েল আহমেদ বলেন, এসব ক্ষেত্রে প্রতিবেশীসহ অন্য দেশগুলোর এগিয়ে আসা উচিত।

নেপালের বাণিজ্যমন্ত্রী সুনীল বাহাদুর থাপা বলেন, এই সম্মেলন এশিয়ার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এখানকার সুপারিশগুলো আগামী সার্ক সামিটের রোডম্যাপ হিসেবে কাজ করবে। আঙ্কটাডের সেক্রেটারি জেনারেল মুখিসা কিতুই বলেন, অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং আঞ্চলিক সম্পর্ক ও বাণিজ্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ জন্য দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নিতে হবে।

দ্বিতীয় সেশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন বিজিএমইএ প্রেসিডেন্ট আতিকুল ইসলাম, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ভাইস চেয়ারম্যান ড. সাদিক আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ এবং আমেরিকান চেম্বারের প্রেসিডেন্ট আফতাব উল ইসলাম। মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, বিদেশি বিনিয়োগ ও রেমিট্যান্স প্রবাহ ধরে রাখাই এ মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছে, উন্নত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধিও ধীর হয়ে পড়ছে। এ পরিস্থিতিতে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে হবে। বিজিএমইএর সভাপতি আতিকুল ইসলাম বলেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এ জন্য ব্যাংক ঋণের সুদ সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনতে হবে।

নেপালের বাণিজ্যমন্ত্রী সুনীল বাহাদুর থাপার সভাপতিত্বে তৃতীয় সেশনে বক্তব্য দেন ভুটানের বাণিজ্যমন্ত্রী লিওনপো নোরবু ওয়াংচুক, বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, পিআরআইয়ের চেয়ারম্যান ড. জায়েদী সাত্তার এবং সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান।

ভুটানের বাণিজ্যমন্ত্রী লিওনপো নোরবু ওয়াংচুক বলেন, দোহা রাউন্ড ও বালি রাউন্ডে উন্নত দেশগুলো বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যা এখনো অবাস্তবায়িত। এ ব্যাপারে তেমন কোনো পদক্ষেপও দেখা যাচ্ছে না।

নেপালের চৌধুরী গ্রুপের প্রেসিডেন্ট বিনোদ কে চৌধুরীর সভাপতিত্বে শেষ সেশনে বক্তব্য দেন বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও নেপালের কান্ট্রি ডিরেক্টর জোহানেস জাট, ইয়াং ওয়ান করপোরেশনের চেয়ারম্যান কিহাক সুং, পিআরআইয়ের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর এবং এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মীর নাসির।

কালের কণ্ঠ
Date 27-10-2014 Page 05 Col 1-5 Size:30 Col*Inc

এলডিসি থেকে বের হয়ে আসতে চায় বাংলাদেশ

আরিফুর রহমান ▶

বাংলাদেশসহ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ১২টি দেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উঠে আসতে চায়। এলডিসির তালিকা থেকে বের হতে যেসব শর্ত রয়েছে, তা আগামী ২০২০ সালের মধ্যে পূরণ করতে চায় এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলো। এসব দেশের সরকারপ্রধানরা নিজেরাই এই আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। তা ছাড়া ২০১১ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে জাতিসংঘের চতুর্থ স্বল্পোন্নত দেশসংক্রান্ত সম্মেলনেও বলা হয়েছিল, বর্তমানে যতগুলো দেশ এলডিসির তালিকায় রয়েছে সেখান থেকে অর্ধেককে ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটানো হবে। গরিবি তকমা থেকে বের হতে হাতে সময় আছে আর পাঁচ বছর। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে জাতিসংঘের দেওয়া অনেক শর্ত পূরণ করতে হবে, কারণ ওইসব শর্ত এখনো অপূর্ণ রয়েছে।

এমন বাস্তবতায় আগামী পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ এবং অর্থ সংগ্রহের উপায় খুঁজতে আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে ঢাকায় শুরু হচ্ছে তিন দিনের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ওই সম্মেলনে বাংলাদেশসহ এশিয়া অঞ্চলের ১২টি দেশের নীতিনির্ধারকরা অংশগ্রহণ করবেন। সেখানে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও খাতভিত্তিক উন্নয়ন ও শর্ত পূরণের উপায় বের করা হবে। রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এলডিসির তালিকা থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হতে আগ্রহী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে ভারত, ভুটান, নেপাল, লাওস, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, পূর্ব তিমুর, সলোমন আইল্যান্ডস, টুভালো, আফগানিস্তান এবং ভানুয়াতু। তিন দিনের আন্তর্জাতিক সেমিনারে এসব দেশের নীতিনির্ধারকরা উপস্থিত থাকবেন। বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক (ইউএনএসক্যাপ) এবং জাতিসংঘের ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স (ইউএনডিইএসএ) যৌথভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

কর্মপন্থা নির্ধারণে ১২ দেশের অংশগ্রহণে ঢাকায় ৩ দিনের সম্মেলন

- গত তিন বছর গড় মাথাপিছু আয় বেড়ে ১,১৯০ ডলার
- দারিদ্র্যের হার কমে সাড়ে ২৪ শতাংশে নেমে এসেছে
- মানবসম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকেও অবস্থান ভালো
- তবে অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা থেকে উত্তরণে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে

ইআরডি সূত্রে জানা যায়, স্বল্পোন্নত দেশের ধারণাটি আসে জাতিসংঘ থেকে সেই ১৯৬০ সালে। তবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা হয় তারও ১১ বছর পর ১৯৭১ সালে। এলডিসির তালিকা থেকে বের হতে তিনটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় ওই সময়। প্রথমত, তিন বছর সংশ্লিষ্ট দেশের গড় মাথাপিছু আয় একই থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিসহ মানব সম্পদ উন্নয়নের সূচকের শর্ত পূরণ করতে হবে। আর তৃতীয়ত, কৃষি উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি, বাণিজ্য, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনসহ অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা থেকে উত্তরণে সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) প্রতি তিন বছর পর এসব মানদণ্ড পর্যালোচনা করে। যেসব দেশ শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হয়, তাদের এলডিসির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। সর্বশেষ হিসাবে বর্তমানে বিশ্বে ৪৮টি দেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় রয়েছে। তিন দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য তৈরি করা কার্যাবলিতে বলা হয়েছে, তিনটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বাংলাদেশ দুটিতে খুবই ভালো অবস্থানে রয়েছে। সেগুলো হলো বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনসহ গত তিন বছর গড় মাথাপিছু আয় একই অবস্থানে তো রয়েছেই, বরং উত্তরোত্তর বেড়েছে। ২০১২ সালে সিডিপি থেকে ঘোষণা করা হয়েছে কোনো দেশের তিন বছর গড় মাথাপিছু আয় এক হাজার ১৯০ ডলার থাকলে সেটি শর্ত পূরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। সে ক্ষেত্রে বর্তমানে বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু আয়ও এক হাজার ১৯০ ডলার। যদিও তিন বছর পর মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বাড়ানো হয়। সে হিসাবে আগামী বছর এই হার নতুন করে নির্ধারণ করা হবে। তবে এই সূচকে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। দারিদ্র্যের হারও কমে সাড়ে ২৪ শতাংশে নেমে এসেছে। দ্বিতীয়ত, মানবসম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকেও বাংলাদেশের অবস্থান ভালো।

ইআরডি কর্মকর্তারা বলছেন, এলডিসির তালিকা থেকে বের হতে যেসব সূচক পূরণ করতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ইতিমধ্যে প্রায় সব শর্তই পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা থেকে উত্তরণে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ইআরডির একাধিক কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে জানিয়েছেন, সেমিনারে অংশ নিতে যাওয়া দেশগুলো একেক সূচকে পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমানে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনেও দেশগুলো পিছিয়ে রয়েছে। এসব সূচক অর্জনে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া সম্পদ আহরণের দিকে। কারণ এসব সূচক অর্জনে দরকার প্রচুর অর্থের। যেসব উন্নত দেশ থেকে সরকারি পর্যায়ে (ওডিএ) সহযোগিতা কম পাওয়া যায়, তাদের আরো বেশি অর্থ ছাড় করার বিষয়ে ১২টি দেশ একমত্যে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। সেমিনারে বাজার সুবিধা, বাণিজ্য সহজীকরণ, এইড ফর ট্রেড, ওডিএ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, সৃজনশীল প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং সাউথ সাউথ কো-অপারেশন নিয়েও ১২টি দেশের নীতিনির্ধারকরা আলোচনা ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করবেন।

আগামী ২০২০ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হতে এবং ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে পৌঁছতে করণীয় নির্ধারণে ইতিমধ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে সরকার। ওই কমিটি এরই মধ্যে কাজও শুরু করেছে। মন্ত্রিপরিষদসচিব মোশাররাফ হোসাইন ভূঁইঞাকে সভাপতি করে ২৭ মন্ত্রণালয়ের সচিব নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে এলডিসি পরিচয় ঘুচে গেলে জিএসপি সুবিধাসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অনেক সুযোগই হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন সহযোগী থেকে কম সুদে যেসব ঋণ পায় এলডিসি থেকে বের হয়ে গেলে সেটি আর পাওয়া যাবে না। তাই এলডিসির তালিকা থেকে বের হওয়ার আগে আগাম প্রস্তুতি নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এই অর্থনীতিবিদ।

মানবকণ্ঠ
Date: 27-10-2014 Page 11, Col 2-4 Size: 16.5 Col*Inc

আইসিসি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তারা

আঞ্চলিক সহযোগিতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি এশিয়ার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি) বাংলাদেশ আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তারা বলেছে, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি এশিয়ার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে। এছাড়া আগামী দিনে চীন ও ভারতের সম্পর্কের ওপরই এ অঞ্চলের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ভর করবে বলেও তারা মনে করছেন।

গতকাল রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে 'বিশ্ব অর্থনীতির পুনর্গঠন : প্রেক্ষিত এশিয়া' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী সম্মেলনের শেষ দিনে চারটি সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সেশনে দেশি-বিদেশি চার শতাধিক রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও অর্থনীতি বিশ্লেষকগণ অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি ছিলেন। সম্মেলন শেষে বিকেলে সংবাদ ব্রিফিংয়ে সম্মেলনে আলোচিত বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন আইসিসি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মাহবুবুর রহমান।

এ সময় সম্মেলনের মূল্যায়ন তুলে ধরে মহবুবুর রহমান বলেন, ২০১৪ সাল শেষে বৈশ্বিক অর্থনীতির অগ্রগতি হবে দুই দশমিক আট শতাংশ, যা ২০১৩ সাল শেষে ছিল দুই দশমিক এক শতাংশ। এছাড়া ২০১৫ ও ২০১৬ সালে এই অগ্রগতি দাঁড়াবে যথাক্রমে তিন দশমিক চার এবং তিন দশমিক পাঁচ শতাংশ হারে। সম্মেলনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করলে এশীয় অঞ্চলে চলতি ২০১৪ সাল শেষে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ছয় দশমিক দুই শতাংশ, যা ২০১৫ সালে ছয় দশমিক পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। জিডিপির এই হার বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার আগে ছিল সাত দশমিক দুই শতাংশের ওপরে। এই অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে এশিয়ার অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে কিছু সুপারিশ দিয়েছে আইসিসি।

দিনব্যাপী আলোচনায় বক্তারা বলেন, বিশ্বমন্দার পর বিশ্ব অর্থনীতি যেভাবে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে সেখানে এশিয়ার ঘুরে দাঁড়ানো অন্য অঞ্চলের চেয়ে অনেক ভালো। তবে দক্ষিণ এশিয়ায় বাণিজ্য ব্যাহত হচ্ছে শুল্ক ও অশুল্ক বাধার কারণে। এসব বাধা দূর করার জন্য দেশগুলোকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। এ অঞ্চলের রফতানি বাড়ানো, ভ্যালু চেন উন্নত করা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং আরো অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা জরুরি বলে তারা মনে করেন। তারা বলেন, এশীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক সহযোগিতা অর্থনীতি পুনর্গঠনে মূল ভূমিকা রাখবে। এ অঞ্চলের একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার যত বড় হবে পাশের দেশের রফতানির সুযোগ তত বাড়বে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন গতকাল সকালে অনুষ্ঠিত হয় প্লানারি অধিবেশন। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। এ সময় বক্তব্য রাখেন মিয়ানমারের বাণিজ্য উপমন্ত্রী ড. পইন্ট স্যান, নেপালের বাণিজ্য ও সরবরাহমন্ত্রী সুনীল বাহাদুর থাপা, শ্রীলঙ্কার শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী রিশাদ বাথিউডিন, আঙ্কটাডের মহাসচিব মুখিশা কিতুই, আইসিসির মহাসচিব জন ড্যানিলভিচ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ও ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম।

এ সময় তোফায়েল আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর জন্য মডেলে পরিণত হয়েছে। এ সময় তিনি আঙ্কটাডের মহাসচিবকে অনুরোধ করেন, বালি প্যাকেজের সিদ্ধান্তগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের। আঙ্কটাড মহাসচিব এ সময় বলেন, এ সম্মেলনে মন্ত্রীবর্গ, ব্যবসায়ী নেতা এবং গবেষকরা অনেক আলোচনা এবং পারস্পরিক মতবিনিময় করেছেন। এখন আমাদের সুপারিশমালা তৈরি করতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'এশিয়ার প্রবৃদ্ধি : বাস্তবতা ও ঝুঁকি'। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য, বিজিএমইএ সভাপতি আতিকুল ইসলাম, অধ্যাপক আলি তাসলিম প্রমুখ। তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নেপালের বাণিজ্যমন্ত্রী সুনীল বাহাদুর থাপা এবং চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নেপালের চৌধুরী গ্রুপের প্রেসিডেন্ট বিনোদ কে চৌধুরী। এসব অধিবেশনেও দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বক্তারা বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, দুদিনব্যাপী এ সম্মেলন শুরু হয় গত শনিবার বিকেলে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ।

Date 27-10-2014 Page 13, Col 2-4 Size: 27 Col*Inc

LDCs should look for WTO alternatives: experts

Staff Correspondent

THE least developed countries should look for other alternatives to the World Trade Organisation forum to facilitate their trade as the WTO is failing to ensure the interests of LDCs, said speakers at a seminar in Dhaka on Sunday organised by the International Chamber of Commerce-Bangladesh.

The WTO is passing through a crisis and it may lose its relevance at it is yet to implement trade facilitation protocol agreed in the Bali Package, they said in the two-day conference of 'ICC Bangladesh on Global Economic Recovery: Asian Perspective at Sonargaon Hotel.

The WTO Bali Package is a trade agreement resulting from the Ninth Ministerial Conference of the World Trade Organisation in Bali, Indonesia in December 3-7, 2013. The accord includes provisions for lowering import tariffs and agricultural subsidies, with the intention of making it easier for developing countries to trade with the developed world in global markets.

Centre for Policy Dialogue executive director Mustafizur Rahman said that LDCs needed to look for alternatives to the WTO.

'The LDCs are not getting proper attention in the WTO. They need to focus more on multilateral trade issues,' he said.

'There are issues which are affecting LDCs. The duty-free access and zero-tariff issues are also not being effective,' Mustafiz said.

'The WTO should become a part of solutions, not part of problems,' he added.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association former president Anwar-ul-Alam Chowdhury said Bangladesh was not getting proper treatment by the WTO.

'We have given access of more than 8,000 products to the US market but those are not our main exporting products. With such facilitation we can hardly go ahead,' he said.

Chowdhury said Bangladesh garments should get duty-free access to the US market.

Fung Global Institute director Barbara Meynert said the WTO was passing through a grim situation.

'When we headed for Bali we were all hopeful and that hope turned into joy for moments. But now the hope is gone,' she said.

Meynert said the WTO could become irrelevant, 'Such organisations don't die but it can lose its relevance,' she said.

'There is distrust in its negotiation process. The WTO has surely played a key role in dispute resolutions, but it is not enough. It needs to be a platform where people can negotiate. If there is mistrust, then it will take long to bring people back to negotiation table.'

'The developing or least developed countries are not willing to accept the dominance of the developed countries in the WTO,' said Bangladesh International Arbitration Centre chief executive Toufiq Ali.

He said that in the Bali round the WTO shifted from its principle of agreement by all.

'The WTO used to came up with something which is agreed by all the members. But in the Bali round it deviated from this principle in the trade facilitation issues,' Toufiq said.

The multilateral trade rules are designed only for the developed countries; so in trade negotiations, the interests of developed countries are taken care of, he said.

Date 27-10-2014 Page 13, Col 5-8 Size: 46 Col*Inc

(From left) Bangladesh International Arbitration Centre chief executive Toufiq Ali, Fung Global Institute director Barbara Meynert, director of the Division on Africa, Least Developed Countries and Special Programmes Taffere Tesfachew, Nepalese commerce and supplies minister Sunil Bahadur Thapa, CPD executive director Mustafizur Rahman, Policy Research Institute of Bangladesh chairman Zaidi Sattar, director of National Committees, ICC HQ, Paris Francois-Gabriel Ceyrac and former BGMEA president Anwar-ul-Alam Chowdhury are seen at a session of a two-day conference of 'ICC Bangladesh on Global Economic Recovery: Asian Perspective at Sonargaon Hotel in Dhaka on Sunday. — New Age photo

Asian recovery to be driven by regional growth: experts

Tariff, non-tariff barriers hamper trade integration in S Asia

Staff Correspondent

THE Asian economic recovery will be driven by the continental growth and China-India relations after the world economic crisis, said speakers on Sunday at a seminar organised by the International Chambers of Commerce Bangladesh.

They also pointed out that tariff and non-tariff barriers hamper the trade integration in South Asia and suggested that formation of a South Asian custom union would solve the problem.

Promotion of interregional Asian export, not just the raw materials but the finished goods, is important, they said.

The ICCB organised a two-day conference on 'Global Economic Recovery: Asian Perspective' to mark its 20th anniversary.

'From the two days of deliberations by experts and stakeholders from home and abroad we find that Asian growth will be driven by regional growth, political cooperation among the states of the region and China-India relations,' ICCB president Mahbubur Rahman told reporters at a press briefing after the conference.

He, however, said that the sustainability of the Asian recovery would depend on the recovery of the rest of the world after the global economic meltdown in 2008.

'We are in a phase of recovery though Bangladesh was hit less hard than others. We need to be prepared for any such unforeseen economic disaster,' he said.

He said that in the two-day seminar there were one plenary session and three business sessions which were attended by 450 participants and 40 speakers from 10 countries.

'We are at the recovery phase but in the South Asian context we need to draw a line between the politics and business. We need to understand that politic is not business and business is not politics,' Dhaka University economics teacher Md Ali Taslim said while speaking at a business session earlier on the day.

He also said that during the recovery and development process the environmental issue would be crucial.

'Environmental risks are the worst and Bangladesh could be a significant

Continued on B3 Col. 4

Asian recovery

Continued from B1

sufferer of the problems if we don't take care of those,' he said.

Former caretaker government adviser Hossain Zillur Rahman said that the recovery of the Asian economy would go through the process from resilience to growth acceleration.

'Political commitment and proper policy support are the keys to such transformation. Earlier we used to think western liberal democracy was the answer to all the problems but now countries like China and Japan also have made their names,' he said.

Bangladesh Garment Manufacturers & Exporters Association president Atiqul Islam said that the country was growing as well as the other Asian economies.

'After the tragic Rana Plaza incident we faced factory inspection by the western buyers and less than two per cent of our factories were found faulty. Now the sustainability compact and factory inspection should be applicable for other countries otherwise we will lose the competitiveness,' he said.

Centre for Policy Dialogue distinguished fellow Debapriya Bhattacharya, however, said that development of Asia was not only depend on China and India.

'The growth is much more elaborated than that,' he said.

Johannes Zutt, Bangladesh country director of the World Bank, said that the South Asian countries needed more investment in order to maintain decent growth.

'Tackling corruption and maintaining political stability are the key challenges for most of the South Asian countries as long as growth is concerned,' he said.

He said that the region was hit hard by the global financial crisis as the growth of the region was cut down by half in recent years.

'The South Asian countries can grab the manufacturing industry of the East Asia banking on the low labour cost in the region,' he said.

The sparkers at the seminar stressed on attracting more investment from the region and better connectivity among the countries.

They said that government and central banks in Asia should promote development of regional bond market in order to keep the regional savings in real sector investment as financial sector was under stress in some Asian countries.

They also said that there should less government interference and more governance in order to achieve inclusive and sustainable economic growth.

প্রথম আলো
Date:27-10-2014 Page 01, Col 2-3 Size: 29 col*inc

ব্যবসায় রাজনীতি আনা উচিত নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে রাজনীতি আনা উচিত নয়। রাজনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য আলাদাভাবে রাখা দরকার। রাজনীতির ভূমিকা হবে ব্যবসা-বাণিজ্যকে সহায়তা করা। এ জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

গতকাল রোববার বেশ কয়েকজন বক্তা এসব কথা বলেন। বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা থেকে পুনরুদ্ধার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রাজনীতির প্রসঙ্গটি বারবার উঠে আসে। এ সময় আরও বলা হয়, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন করা না গেলে কোনো উন্নয়নই টেকসই হবে না। রাজধানীর একটি হোটেলে 'বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধার: এশীয় পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক দুই দিনের সম্মেলন গতকাল শেষ হয়েছে।

সম্মেলনে একটি অধিবেশনের বিষয় ছিল 'এশীয় প্রবৃদ্ধি: বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ'। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে রাজনীতি প্রভাব ফেলে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজনৈতিক সক্ষমতা ও সুশাসন একটি বড় বিষয়। এই দুটি বিষয় ভালোভাবে মোকাবিলা করতে

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি), বাংলাদেশ আয়োজিত দুই দিনের সম্মেলনে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের তাগিদ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ব্যবসায় রাজনীতি আনা উচিত নয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

না পারলে অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়া যাবে না। উচ্চতর প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনীতিকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আলী তসলিম বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে রাজনীতি থাকা ঠিক নয়। আবার রাজনীতির মধ্যেও ব্যবসা-বাণিজ্য থাকা উচিত নয়। দুঃখজনকভাবে, এশিয়ার অনেক দেশেই এটা ঘটছে। বাংলাদেশের মতো গণতান্ত্রিক দেশে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। অর্থনীতি ও রাজনীতিকে আলাদা করে রাখা উচিত।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সক্ষমতা অনুযায়ী বাংলাদেশে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন না করার পেছনে অন্যতম কারণ হলো পর্যাপ্ত আইনি নিয়ন্ত্রণের ঘাটতি।

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) নির্বাহী পরিচালক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সাবেক মহাপরিচালক সুলতান হাফিজুর রহমানও মনে করেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক সুসম্পর্ক বাড়াতে হবে। যেকোনো সমস্যা আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণ করেই সমাধান করা উচিত।

গতকাল সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনেও রাজনীতি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। 'বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধার: সমসাময়িক বাস্তবতা' শীর্ষক এই অধিবেশনে ইংরেজি দৈনিক *দ্য ডেইলি স্টার*-এর সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলেন, 'বিশ্ব আর্থিক সংকট দেখা দেওয়ার নেপথ্যে ছিল মুক্তবাজারের নামে যাবতীয় নিয়ন্ত্রাবিধি তুলে নেওয়া। সে সময় বলা হয়েছিল, সরকার মানেই সমস্যা। বাস্তবতা হলো, সরকার নিরপেক্ষ রেফারির ভূমিকা পালন করবে, আমরাও সেটা চাই।'

মাহফুজ আনাম আরও বলেন, 'আমরা চাই আইনগতভাবে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি, বৈধ কার্যকর তদারকি সংস্থা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, সক্রিয় সুশীল সমাজ। আমরা চাই যেন জবাবদিহিমূলক একটি ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ গঠিত হয়। এ রকম সমাজ গঠন করা না গেলে উন্নয়ন টেকসই হবে না।'

সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনেও এশীয় দেশগুলোর টেকসই উন্নয়নে সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারকে গুরুত্ব দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিনিয়োগ, আঞ্চলিক সহযোগিতা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিবেশ রক্ষার চ্যালেঞ্জ, আর্থিক খাতে পারস্পরিক নিবিড় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বিশ্ববাণিজ্য ও বাংলাদেশ: সম্মেলনে বিশ্ব অর্থনীতির পাশাপাশি ও এশিয়া ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা হয়। বিশ্বমন্দার কারণে এশীয় দেশগুলো বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে বলে মনে করেন এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম। এ চ্যালেঞ্জগুলোর অন্যতম—রপ্তানির শ্লথ গতি, বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা আনা ও আয়বৈষম্য কমানো। এ ছাড়া উন্নত দেশগুলোর আরোপিত বাণিজ্য বিধিনিষেধও এশীয় দেশগুলোর অন্যতম চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন তিনি।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন, এশিয়ায় তিন ধরনের অর্থনীতির দেশ আছে। জাপান, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো উজ্জ্বল অর্থনীতির দেশ রয়েছে। চীন ও ভারতের মতো উৎফুল্ল অর্থনীতির দেশও আছে। আবার বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মতো বিউগলের করুণ সুরের মতো অর্থনীতির দেশও আছে। বিশ্বমন্দার কারণে উজ্জ্বল ও উৎফুল্ল অর্থনীতির দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগের ওপর প্রভাব পড়েছে। এই ধরনের দেশ কীভাবে তাদের অর্থনীতি চাঙা করে, সেটাই দেখার বিষয়।

বিশ্বমন্দার সময় এশীয় দেশগুলো, বিশেষ করে ভারত ও চীন তুলনামূলক ভালো করেছে বলে মনে করেন দেবপ্রিয়। তাঁর মতে, মূলত 'চীন্ডিয়া'ই (চীন ও ভারত) এশীয় অর্থনীতির চালিকাশক্তি। আঞ্চলিক বাণিজ্য, বিশেষ করে বিমূঢ় দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করার তাগিদ দেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

হোসেন জিল্লুর রহমান মনে করেন, যেকোনো অর্থনীতি তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসা মানেই হলো ওই অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা রয়েছে। বিশ্বমন্দার পর এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনীতিও পুনরুদ্ধার হচ্ছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর জোর দিয়ে অ্যামচেম সভাপতি আফতাব-উল ইসলাম বলেন, নেপালের ৮০ হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ জ্বালানি ব্যবহার করে ঘাটতি মেটাতে পারে।

তৈরি পোশাকমালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি আতিকুল ইসলাম বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন কারখানা ভবন পরিদর্শন করছেন বিদেশি ক্রেতারা। এখন অন্য তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশের কারখানা ভবনও তাদের পরিদর্শন করা উচিত। অন্যথায় বাংলাদেশের প্রতিযোগসক্ষমতা তুলনামূলক কমে যাবে। তিনি জানান, সারা বিশ্বের ৪৫ হাজার কোটি ডলারের তৈরি পোশাকের বাজার রয়েছে। এ বাজারে বাংলাদেশের অংশীদারত্ব ৫ শতাংশের কম। যেহেতু বাংলাদেশ তুলনামূলক কম দামে পণ্য রপ্তানি করে, তাই এ বাজারে অংশীদারি বাড়ানোর বিশাল সুযোগ রয়েছে।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) ভাইস চেয়ারম্যান সাদিক আহমদ বলেন, মন্দার পর বিশ্বের অন্য দেশের তুলনায় এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনীতিতে বেশি স্থিতিশীলতা ছিল। আয় ও বাণিজ্যে এ অঞ্চলের অংশীদারি বাড়ছে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

প্রথম আলো
Date:27-10-2014 Page 13, Col 2-7 Size: 30 col*inc

বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত এশিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আগামী দিনে বিশ্বের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হবে এশিয়া। এই অঞ্চলেই প্রবৃদ্ধি বেশি হবে। সে কারণে এশিয়াই হলো আগামী দিনের বিনিয়োগের ক্ষেত্র। বিনিয়োগ পাওয়ার জন্য এশিয়াও প্রস্তুত।

তবে এশিয়ার দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে (এলডিসি) অবকাঠামো এখনো বেশ দুর্বল। বিনিয়োগের জন্য অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা কাটাতে হবে। সে কারণে এ খাতেই সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন।

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ (আইসিসিবি) আয়োজিত দুদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'এশিয়ায় বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ' শীর্ষক কার্য অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের বক্তারা এমন মত দিয়েছেন। রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে গতকাল রোববার এ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে বিশ্বব্যাংকের এদেশীয় পরিচালক জোহানেস জট বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে যে অবকাঠামো ঘাটতি রয়েছে, সেটা মোকাবিলা করতে এ অঞ্চলের দেশগুলোর ২০২০ সাল পর্যন্ত আড়াই লাখ কোটি ডলার প্রয়োজন। এ জন্য দেশগুলোর বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, অবকাঠামো খাতে দক্ষিণ এশিয়ায় এবং এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে আন্তবিনিয়োগ বাড়াতে হবে। দেশগুলোর মধ্যে আন্তযোগাযোগব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে হবে। জ্বালানি খাতের সক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে।

জাতিসংঘের এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (এসকাপ) পরিচালক রবি রত্নায়েক বলেন, সব ধরনের বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন গুণগতমানসম্পন্ন

আইসিসিবির সম্মেলনের প্রথম কার্য অধিবেশনে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদসহ অন্যরা ● প্রথম আলো

বিনিয়োগ। কারণ, স্বল্পমেয়াদি অনেক বিনিয়োগ মাঝে মাঝে বিস্ফোরক হয়ে উঠতে পারে।

চারটি বিষয়কে এফডিআই আসার ক্ষেত্রে চালিকাশক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন রবি রত্নায়েক। এগুলো হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সুশাসন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বেসরকারি খাতের অংশীদারত্ব।

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের বিনিয়োগ-সুবিধার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন ইয়াংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারম্যান কিহাক সাং। তিনি বলেন, বাংলাদেশে যেখানে বন্দরে জট লেগে থাকে, সেখানে ভিয়েতনামে দ্রুত সেবা পাওয়া যায়। এ দেশে গ্যাস পর্যাপ্ত নয় এবং বিদ্যুৎ খুব ব্যয়বহুল, অন্যদিকে ভিয়েতনামে এসব পর্যাপ্ত ও সস্তা। বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পাঠাতে ছয় সপ্তাহ লাগলেও ভিয়েতনাম থেকে লাগে তিন সপ্তাহ। আবার সরকারের প্রতিশ্রুতি ও তা বাস্তবায়নের মধ্যে বাংলাদেশে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা গেলেও ভিয়েতনামে চিত্র পুরোই ভিন্ন। এসব বিষয় দূর করতে পারলে বাংলাদেশেও প্রচুর এফডিআই আসবে বলে মনে করেন তিনি।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেন, চীন তার অবকাঠামো খাতে যেখানে ৪৫ শতাংশ বিনিয়োগ করেছে, সেখানে বাংলাদেশের বিনিয়োগ মাত্র ২৫ শতাংশ। এ দেশের অবকাঠামো খাতে তাই বিনিয়োগের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, একটি দেশের অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের ৭০ শতাংশই করে সরকার। ২০ শতাংশ হয় সরকারি-বেসরকারি খাতের অংশীদারত্বে (পিপিপি)। আর বাকি ১০ শতাংশ হয় দাতা সংস্থার অর্থায়নে। কিন্তু এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলোর সরকারের পক্ষে কীভাবে অবকাঠামো খাতে ৭০ শতাংশ বিনিয়োগ করা সম্ভব? যেখানে কয়েকটি ছাড়া এশিয়ার বেশির ভাগ দেশই রাজস্ব ঘাটতিতে আছে।

নিট পোশাক রপ্তানিকারকদের সমিতির সভাপতি ফজলুল হক বলেন, অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য শিগগিরই দেশে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, 'আমরা ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে চাই। কিন্তু এ জন্য যেভাবে এগোনো উচিত, আমরা তার চেয়ে পিছিয়ে আছি।'

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা প্রধান ফাহমিদা খাতুন বলেন, দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার কথা বলা হয়। কিন্তু এটা খুব একটা কাজ করছে না। আফ্রিকার দেশগুলোতে যেখানে আন্তবিনিয়োগের পরিমাণ ২৫ শতাংশ, সেখানে এশিয়ার বড় দুই দেশ ভারত ও চীনের সম্মিলিত বিনিয়োগ বাংলাদেশে ৫ শতাংশের কম। তিনি বলেন, এশিয়ার দেশগুলোকে অবকাঠামো খাতে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে। কারণ, অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে।

অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নেপালের চৌধুরী গ্রুপের প্রেসিডেন্ট বিনোদ কে চৌধুরী। তিনি বলেন, বিদেশি বিনিয়োগের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশের সরকার বিনিয়োগকারীদের কী বার্তা দিচ্ছে, বিনিয়োগকারীরা সেটা দেখেই বিনিয়োগে এগিয়ে আসেন।

সমকাল
Date:27-10-2014 Page 14 Col 2-4 Size 33 Col*Inc

বিনিয়োগ বাড়াতে হবে অবকাঠামো খাতে

■ সমকাল প্রতিবেদক

বিশ্ব অর্থনীতিতে সামনের দিনগুলোতে পথ দেখাবে এশিয়া। অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে বেশি। আগামী দিনের বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে ইতিমধ্যে পরিচিতি পেতে শুরু করেছে এ অঞ্চল। তবে এক্ষেত্রে বড় বাধা অবকাঠামো। এ দুর্বলতা কাটাতে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

ঢাকায় ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ (আইসিসিবি) আয়োজিত দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শেষ দিন গতকাল এ সেমিনারে এমন অভিমত উঠে এসেছে। সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত 'এশিয়ায় বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ' শীর্ষক এ আলোচনায় বিভিন্ন দেশের বক্তারা অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপর বেশি গুরুত্ব দেন।

তারা বলেন, এশিয়ার দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে (এলডিসি) অবকাঠামো খাতে এখনও বড় ধরনের ঘাটতি বিদ্যমান। বিনিয়োগের জন্য এ সীমাবদ্ধতা কাটাতে হবে। এ খাতেই সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন।

সেমিনারে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ইউহানেস জাট বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অবকাঠামো ঘাটতি দূর করতে ২০২০ সাল পর্যন্ত আড়াই লাখ কোটি ডলার প্রয়োজন। এ জন্য দেশগুলোর বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, অবকাঠামো খাতে দক্ষিণ এশিয়া এবং এই অঞ্চলের দেশগুলোতে একে অপরের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

এ অধিবেশনের সভাপতি নেপালের চৌধুরী গ্রুপের প্রেসিডেন্ট বিনোদ কে চৌধুরী বলেন, বিদেশি বিনিয়োগের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য সরকারকে মূল দায়িত্ব নিতে হবে বলে মনে করেন দেশটির প্রথম এ বিলিয়নেয়ার ব্যবসায়ী। জাতিসংঘের এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (এসকাপ) পরিচালক রবি রত্নায়েক চারটি বিষয়কে এফডিআই আকর্ষণের চালিকাশক্তি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, কোন খাতে বিদেশি বিনিয়োগ দরকার তা আগে নির্ধারণ করতে হবে। কর্মসংস্থান-নির্ভর বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তার মতে এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সুশাসন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বের বিষয়টি উল্লেখযোগ্য।

ইয়াংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারম্যান কিহাক সাং বলেন, বাংলাদেশে বন্দর জটের বিপরীতে ভিয়েতনামে দ্রুত সেবা পাওয়া যায়। এদেশে গ্যাস পর্যাপ্ত নয় এবং বিদ্যুৎ খুব ব্যয়বহুল, অন্যদিকে ভিয়েতনামে এসব পর্যাপ্ত ও সস্তা।

বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পাঠাতে ছয় সপ্তাহ লাগলেও ভিয়েতনাম থেকে লাগে তিন সপ্তাহ। দু'দেশের মধ্যকার বিনিয়োগ-সুবিধার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, এসব বিষয় দূর করতে পারলে বাংলাদেশেও প্রচুর এফডিআই আসবে। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেন, চীন তার অবকাঠামো খাতে যেখানে ৪৫ শতাংশ বিনিয়োগ করেছে, সেখানে বাংলাদেশের বিনিয়োগ মাত্র ২৫ শতাংশ। এ দেশের অবকাঠামো খাতে তাই বিনিয়োগের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

আইসিসিবি আয়োজিত এশিয়ায় বিনিয়োগ বিষয়ক সেমিনারে সুপারিশ

নিট পোশাক রফতানিকারকদের সমিতির সভাপতি ফজলুল হক বলেন, অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য শিগগিরই দেশে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। অগ্রাধিকারভিত্তিতে এক্ষেত্রে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, 'আমরা ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে চাই। কিন্তু এজন্য যেভাবে এগোনো উচিত, আমরা তার চেয়ে পিছিয়ে আছি।'

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা প্রধান ফাহমিদা খাতুন বলেন, দক্ষিণ-দক্ষিণ সহাযোগিতার কথা বলা হয়। কিন্তু এটা খুব একটা কাজ করছে না। আফ্রিকার দেশগুলোতে যেখানে আন্তঃবিনিয়োগের পরিমাণ ২৫ শতাংশ, সেখানে এশিয়ার বড় দুই দেশ ভারত ও চীনের সম্মিলিত বিনিয়োগ বাংলাদেশে ৫ শতাংশেরও কম। তিনি বলেন, এশিয়ার দেশগুলোকে অবকাঠামো খাতে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে। কারণ অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে।

অধিবেশনে নেপালের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি শংকর প্রসাদ পাণ্ডেল, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবরার আনোয়ার, আইসিসি আয়ারল্যান্ডের ব্যাংকিং কমিশন মার্কেট ইনটেলিজেন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান ভিনসেন্ট ও'ব্রায়েন, আইসিসি এশিয়ার পরিচালক লি ঝু শং, আইসিসিবির সদস্য রাশেদ মাকসুদ খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বালি-পরবর্তী পরিস্থিতি : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বালি ঘোষণার ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত কার্য অধিবেশনে বক্তারা বলেন, যে কৃষি ভর্তুকি বাণিজ্য সহজীকরণ ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিষয় (এলডিসি ইস্যুজ) নিয়ে বালি প্যাকেজ বা গুচ্ছ তৈরি হয়েছে যা সব সদস্য দেশ গত বছর ডিসেম্বরে একমত হয়। কিন্তু স্?ল্পোন্নত দেশগুলো এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান জায়েদী সাত্তার বলেন, ডব্লিউটিওর দোহা পর্ব সম্পন্ন করার জন্য বালি ঘোষণা কার্যকর করা প্রয়োজন। অথচ ডব্লিউটিওর বাইরে দুটি বিশাল আঞ্চলিক বাণিজ্য-অর্থনীতি জোট গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একটি হলো যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউর মধ্যে, যার নামকরণ হয়েছে আটলান্টিকের দু'পারের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অংশীদারির (ট্রান্স আটলান্টিক ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট পার্টনারশিপ বা টিটিআইপি)।

সমকাল
Date:27-10-2014 Page 20 Col 2-4 Size 33 Col*Inc

আইসিসিবি আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অতিথিরা ■ সমকাল

রাজনৈতিক সহযোগিতার ওপর নির্ভর করবে এশিয়ার অগ্রগতি

আইসিসিবি আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তারা

■ বিশেষ প্রতিনিধি

এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতার ওপর নির্ভর করছে এ অঞ্চলের আগামী দিনের অগ্রগতি। রাজনৈতিক সহযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংহতি এশিয়ার অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধার : এশীয় প্রেক্ষিত' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তারা এমন মতামত দিয়েছেন। দু'দিনব্যাপী এ সম্মেলন গতকাল শেষ হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশের (আইসিসিবি) ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে গতকাল চারটি কর্ম ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৩

রাজনৈতিক সহযোগিতার ওপর নির্ভর করবে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আগের দিন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রায় ৫০০ অতিথি এতে যোগ দেন।

সম্মেলন শেষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে আইসিসিবি সভাপতি মাহবুবুর রহমান বলেন, সম্মেলনের বিস্তারিত আলোচনার সারমর্ম হলো– রাজনৈতিক সহযোগিতা ও আঞ্চলিক সম্পৃক্ততা এশিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মন্দা-পরবর্তী এশিয়ার পুনরুদ্ধার নির্ভর করছে এ উপমহাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর। তবে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের পুনরুদ্ধারের ওপর এর টেকসই পরিস্থিতি নির্ভর করবে। চীন ও ভারতের ভোগ ব্যয়ের সম্প্রসারণ এবং এ দুটি দেশের সম্পর্কের ওপর ভবিষ্যৎ এশিয়ার অগ্রগতি নির্ভর করবে। সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন আইসিসিবি সহসভাপতি লতিফুর রহমান, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ব্যারিস্টার রফিক-উল হক প্রমুখ।

রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে গতকাল দিনব্যাপী এই আয়োজনের প্লেনারি সেশনে সভাপতিত্ব করেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। 'বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধার : সাম্প্রতিক বাস্তবতা' বিষয়ক এ অধিবেশনে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থার (আঙ্কটাড) মহাসচিব মুকহিশা কিতুই বলেন, বিশ্ব অর্থনীতির গতি পুনরুদ্ধারে এশিয়ার আঞ্চলিক সম্পৃক্ততার সুযোগ কাজে লাগানো যেতে পারে। তিনি বলেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে ইতিমধ্যে কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জ্বালানি তেল উৎপাদনে কার্যত স্বনির্ভর হয়ে গেছে। আর তাই ওপেক জোট আগের মতো বাজার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। ইতিমধ্যে তেলের দাম নিম্নমুখী হয়েছে। অন্যদিকে চীন বৈশ্বিক বিনিয়োগের দ্বিতীয় বৃহত্তম গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, কয়েকটি দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা মধ্য মেয়াদে বিশ্ব অর্থনীতির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। রাজনৈতিক উত্তেজনা নিরসন ও সমাজে বৈষম্য কমানো– এ দুটিই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, উন্নত দেশগুলোতে পুরোপুরি শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা না পেলে বাংলাদেশের মতো এলডিসির পক্ষে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন দুরূহ। বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা পুরোপুরি কাটাতে এলডিসিগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ দিতে হবে বলে মন্তব্য করে তোফায়েল আহমেদ বলেন, বালিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উন্নত কয়েকটি দেশ কোটা ও শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করছে না।

নেপালের বাণিজ্যমন্ত্রী সুনীল বাহাদুর থাপা বলেন, বাণিজ্য ও অর্থনীতির বিবেচনায় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আঞ্চলিক সম্পৃক্ততা খুবই কম। এ অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতা ও আঞ্চলিক সংযোগ জোরদার করলে সবাই উপকৃত হবে। একে অপরের দেশে বিনিয়োগের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে পারস্পরিক বন্ধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তিশালী করা এবং সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার সংস্কৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। বাংলাদেশের ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, সবার জন্য অর্থায়ন এবং সমতাভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য এশিয়ার দেশগুলোকে একত্রে কাজ করতে হবে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে 'এশিয়ার প্রবৃদ্ধি : বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ' শিরোনামের আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম। তিনি বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, উচ্চ জনসংখ্যা হার, তেলের মূল্য ইত্যাদি এশিয়ার অর্থনীতিকে সামনের দিনগুলোতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ফেলতে পারে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, এশিয়ার অর্থনীতি একটি পরিবর্তনের মুখোমুখি। আগামী দশকে এশিয়ার অর্থনীতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে এই পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে রাজনীতি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজনৈতিক সক্ষমতা ও সুশাসন একটি বড় বিষয়। এই দুটি বিষয় ভালোভাবে মোকাবেলা করতে না পারলে অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়া যাবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সক্ষমতা অনুযায়ী বাংলাদেশে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন না করার পেছনে অন্যতম কারণ হলো পর্যাপ্ত আইনি নিয়ন্ত্রণের ঘাটতি। ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) নির্বাহী পরিচালক সুলতান হাফিজুর রহমানও মনে করেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক সুসম্পর্ক বাড়াতে হবে।

সিপিডির সম্মানীয় ফেলো অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এশিয়ার উন্নয়ন যে শুধু চীনেই হচ্ছে তা নয়। পুরো এশিয়াতেই অগ্রগতি হয়েছে। তবে অগ্রগতির ধরনের পার্থক্য অনুযায়ী এশিয়াতে এ মুহূর্তে তিন রকমের অর্থনীতি বিদ্যমান। জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া– এই দেশগুলো ইতিমধ্যে স্থায়িত্ব অর্জন করেছে। চীন ও ভারত স্থায়িত্ব অর্জনের পথে রয়েছে। বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া– এশিয়ার এই দেশগুলো অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের পথে ওঠার জোরদার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বিজিএমইএ সভাপতি আতিকুল ইসলাম বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন কারখানা ভবন পরিদর্শন করেছেন বিদেশি ক্রেতারা। শুধু বাংলাদেশ নয়, অন্য তৈরি পোশাক রফতানিকারক দেশের কারখানা ভবনও পরিদর্শন করা উচিত।

সম্মেলনে তৃতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল ডব্লিউটিওর বালি সম্মেলন-পরবর্তী বহুপক্ষীয় বাণিজ্য এবং এশিয়ায় বিনিয়োগ উন্নয়নের ওপর। এ অধিবেশনে বিশ্বব্যাংক কান্ট্রি ডিরেক্টর ইউহানেস জাট, ভুটানের উপবাণিজ্যমন্ত্রী পুয়িন্ট সান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। তারা এশিয়া বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে রাজনৈতিক সহযোগিতা ও সুশাসনের ওপর জোর দেন।

সকালের খবর
Date: 27-10-2014 Page: 6, Col 1-8 Size: 48 Col*Inc

শেষ হল আইসিসিবির আন্তর্জাতিক সম্মেলন

উন্নত দেশগুলো ডব্লিউটিওর নিয়ম মানছে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশকে কোটামুক্ত ও শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও সেটা তারা রক্ষা করছে না। এ ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) নিয়মও মানছে না। গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশ (আইসিসিবি) আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন। বক্তারা আরও বলেন, উন্নত দেশগুলোতে বাংলাদেশের পণ্য প্রবেশে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা দেওয়া হলে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ তার গুণগত ও মানসম্মত পণ্যগুলোকে রফতানি করতে পারবে।

আইসিসিবি আয়োজিত দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দ্বিতীয় ও শেষদিন ছিল গতকাল। এদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত টানা চারটি বিজনেস সেশন অনুষ্ঠিত হয়। সকালে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় 'বৈশ্বিক অর্থনীতি পুনরুদ্ধার : সমসাময়িক বাস্তবতা' শীর্ষক আলোচনা। এরপর সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা এবি মীর্জ্জা আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় 'এশীয় প্রবৃদ্ধি : বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ'। দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় নেপালের কমার্স অ্যান্ড সাপ্লাই বিষয়ক মন্ত্রী সুনীল বাহাদুর থাপার সভাপতিত্বে 'বাণিজ্য : বালি'র ফলাফল কি ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি ধরে রাখতে পারবে?' শীর্ষক আলোচনা। আর সর্বশেষ আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয় নেপালের চৌধুরী গ্রুপের প্রেসিডেন্ট বিনোদ কে চৌধুরীর সভাপতিত্বে।

প্রথম দুই সেশনের বক্তারা বলেন, বৈশ্বিক অর্থনীতি এবং এশিয়ার প্রবৃদ্ধি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন। সেইসঙ্গে বক্তারা বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করেন। বক্তারা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অনেক উন্নত দেশ স্বল্প আয়ের দেশগুলোকে ঠিকমতো সহায়তা দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন। জেনেভার বৈঠকে উন্নত দেশগুলো শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেও কয়েকটি উন্নত দেশ তা বাস্তবায়ন করছে না।

প্রথম সেশনে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ছাড়া আরও বক্তব্য রাখেন ভুটানের বাণিজ্যমন্ত্রী লিওনপো নোরবু ওয়াংচুক, নেপালের কমার্স অ্যান্ড সাপ্লাই বিষয়ক মন্ত্রী সুনীল বাহাদুর থাপা, মিয়ানমারের উপ-বাণিজ্যমন্ত্রী পিউইন্ট সান, আইসিসি মহাসচিব জন ড্যাবিলোভিচ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, দৈনিক ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম, আইসিসিবি প্রেসিডেন্ট মাহবুবুর রহমান, আঙ্কটাড সেক্রেটারি জেনারেল মুখিসা কিতিউই, আইসিসি সেক্রেটারি জেনারেল জন ডানিলোভিস এবং আইএফসি কান্ট্রি ডিরেক্টর কেইল কেলহোফার।

এ সময় বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, তৈরি পোশাক বাংলাদেশের অন্যতম রফতানি খাত। অথচ অনেক দেশ শুল্কমুক্ত সুবিধার তালিকায় এই পণ্যের নাম বাদ রেখেছে। তিনি বলেন, উন্নত দেশগুলোতে বাংলাদেশের পণ্য প্রবেশে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা দেওয়া হলে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ তার গুণগত ও মানসম্মত পণ্যগুলোকে রফতানি করতে পারবে।

মন্ত্রী বলেন, জেনেভার বৈঠকে উন্নত দেশগুলো ডিউটি ফ্রি ও কোটা ফ্রি সুবিধার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল; কিন্তু কয়েকটি উন্নত দেশ তা বাস্তবায়ন করছে না। তিনি বলেন, উন্নত দেশগুলোতে বাংলাদেশের পণ্য প্রবেশে ডিউটি-কোটা ফ্রি সুবিধা দেওয়া হলে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ তার গুণগত ও মানসম্মত পণ্যগুলোকে রফতানি করতে পারবে। তিনি বলেন, বালি চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশ উন্নত দেশগুলোতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়ার কথা; কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় সুবিধাটি বাংলাদেশ পাচ্ছে না। যদিও কয়েকটি দেশ যেমন, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও কোরিয়ার কাছ থেকে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।

আইসিসি বাংলাদেশ সভাপতি মাহবুবুর রহমান বলেন, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর চলতি বছর বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এতে চীন, জাপান ও ভারতের নেতৃত্বে এশিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তৈরি পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানসম্পন্ন পণ্য রফতানি করে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে পোশাকের বৈচিত্র্য তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলেন, বাংলাদেশ উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে ডিউটি ও কোটা ফ্রি সুবিধার কথা বলে আসছে; কিন্তু তার আগে দেশের ভেতর বিনিয়োগের জন্য অনেক বাধা রয়েছে, সেগুলো দূর করার কোনো উদ্যোগ নেই। দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, গ্যাস-বিদ্যুৎ সঙ্কট দূর না করলে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না এলে কোটা ফ্রি সুবিধার কোনো সুফল আসবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে মন্দা দেখা দিয়েছিল তা এশিয়ার দিকে দ্রুত ধাবিত হলেও বাণিজ্য ও আর্থিক চ্যানেলগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টার কারণে তার প্রভাব পড়েনি। তবে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোর আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার প্রবণতা এ মন্দাকে তীব্রতর করে তোলে। তিনি বলেন, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোর বেকারত্ব বৃদ্ধি তাদের রফতানি খাতকে দুর্বল করে। অপরদিকে এশিয়া অঞ্চলকে উৎপাদনের অঞ্চল হিসেবে প্রস্তুত করে। তবে এশীয় অঞ্চলের পর্যটন কেন্দ্রগুলোর জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ায় প্রবাসী শ্রমিকদের বেতন ও চাকরির সুযোগ কমে গেছে, যা আমাদের বৈদেশিক আয়ে বেশ প্রভাব ফেলেছে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে এশীয় প্রবৃদ্ধি : বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ শীর্ষক সম্মেলনে ড. মীর্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশে এ মুহূর্তে বিদেশি বিনিয়োগ, ব্যাংক ঋণের সুদ, বন্ড ইস্যু ও রেমিট্যান্স প্রবাহ ধরে রাখা বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, বর্তমানে উন্নত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধিতে ধীরগতি নেমে এসেছে। এটাও অর্থনীতির জন্য এক ধরনের চ্যালেঞ্জ। বর্তমান সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে। এসব পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে।

বিজেএমইএর সভাপতি আতিকুল ইসলাম বলেন, প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। আর বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হলে ব্যাংক ঋণের সুদ সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে বাংলাদেশের পণ্য প্রবেশে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূর করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এই বাধা দূর করতে উন্নত দেশগুলোকে আন্তরিক হতে হবে। একই সঙ্গে ট্রানজিট সুবিধাও বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. আলী তসলিম বলেন, রাজনীতির জন্য অর্থনীতি নয়, আর অর্থনীতির জন্য রাজনীতি নয়। দুটিকে ভিন্নভাবে প্রাধান্য দিয়েই বিদ্যমান সমস্যা দূর করতে হবে। তবে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্রের চর্চা দরকার বলে মনে করেন তিনি।

সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, সিডিপির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, আইসিএবির কাউন্সিল মেম্বার আদিব হোসাইন প্রমুখ।

রাজধানীর একটি হোটেলে আইসিসি বাংলাদেশ আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। এ সময় অন্য আমন্ত্রিত অতিথিরাও উপস্থিত ছিলেন —সকালের খবর